

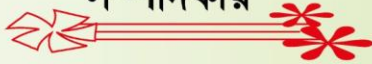


প্রাথমিক শিক্ষা বার্তা

০ ৪র্থ বর্ষ ০ ৩য় সংখ্যা ০ জানুয়ারি ২০২৬



সম্পাদকীয়



‘প্রাথমিক শিক্ষা বার্তা’ প্রাথমিক শিক্ষার মাঠপর্যায়ের প্রতিদিনকার নতুন ভাবনা, সৃজনশীল উদ্যোগ এবং শিশুদের স্বপ্নের বীজ বপনের নেপথ্যের গল্প তুলে ধরে। প্রতিটি প্রতিবেদন ও নিবন্ধ পাঠকের সামনে উন্মোচন করে প্রাথমিক শিক্ষার পথচলার একটি গুরুত্বপূর্ণ খণ্ডচিত্র। প্রতিবছর ‘প্রাথমিক শিক্ষা বার্তা’র দু’টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়। এবার ৪র্থ বর্ষের ৩য় সংখ্যা প্রকাশিত হচ্ছে। এই সংখ্যায় “খেলতে খেলতে শেখা: প্রাক-প্রাথমিক স্তরে ভাষা উন্নয়নের অনুঘটক, বিদ্যালয় বহির্ভূত কিশোর-কিশোরীদের জন্য দক্ষতা কেন্দ্রিক সাক্ষরতা প্রকল্প-SKILFO, শিশুর সামগ্রিক বিকাশে সহশিক্ষা কার্যক্রমের ভূমিকা, প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়নে বিভাগীয় সেরাগণের মতামত, শিশুরা এখন স্বাস্থ্যরক্ষার দূত: প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ‘স্কুদে ডাক্তার’ কর্মসূচি, শিক্ষকদের পেশাগত উন্নয়নে প্রতিফলনমূলক শিখন, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের মনোযোগী করতে শিক্ষকদের ভূমিকা, বিদ্যালয়ের শিশুদের পাঠাভ্যাসের গুরুত্ব এবং বিদ্যালয়ে পাঠাভ্যাস গড়ে তোলার উপায়, শৈশবের ছায়াতলে নেতৃত্বের পাঠ, প্রাথমিক শিক্ষকদের জন্য মৌলিক প্রশিক্ষণ (বিটিপিটি) মনিটরিং প্রতিবেদনের সারসংক্ষেপ” ইত্যাদি বিষয় নিয়ে সংবাদ ও নিবন্ধ থাকছে। সংবাদ-প্রতিবেদন অংশে জানুয়ারি ২০২৫ থেকে ডিসেম্বর ২০২৫ কালপর্বে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি এবং সংশ্লিষ্ট দপ্তরসমূহের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা উপস্থাপন করা হয়েছে। সচিত্র সংবাদ অংশে উল্লিখিত পর্বে অনুষ্ঠিত কার্যক্রমের ছবি সন্নিবেশ করা হয়েছে।

প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগের ষাণ্মাসিক নিউজলেটার হিসাবে ‘প্রাথমিক শিক্ষা বার্তা’ নিয়মিত প্রকাশিত হয়। এতে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সকল দপ্তরের বিভিন্ন কার্যক্রমের সংবাদ এবং এ-সংক্রান্ত বিভিন্ন নিবন্ধ স্থান পায়। প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগের আগ্রহী কর্মকর্তা-কর্মচারী ও শিক্ষকগণকে সচিত্র সংবাদ/প্রতিবেদন, প্রবন্ধ ই-মেইলের মাধ্যমে বা ডাকযোগে প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হলো। সকলের সুচিন্তিত মতামত এবং পরামর্শ আমাদের আগামী প্রকাশনাকে আরও সমৃদ্ধ করবে।

ফরিদ আহমদ (যুগ্মসচিব)

মহাপরিচালক

জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি

খেলতে খেলতে শেখা: প্রাক-প্রাথমিক স্তরে ভাষা উন্নয়নের অনুঘটক

মোঃ রমজান আলী, শিক্ষা উন্নয়ন কর্মী ও শিশু-শিক্ষা বিশেষজ্ঞ

ফাতেমা বেগম পপি, সহকারী অধ্যাপক, শিক্ষা বিভাগ, নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা হলো শিশুদের আনুষ্ঠানিক শিক্ষার প্রথম এবং সবচেয়ে সংবেদনশীল ধাপ, যা সাধারণত ৩ থেকে ৫ বছর বয়সী শিশুদের ভাষা, আচরণ, সামাজিক দক্ষতা এবং শারীরিক ও মানসিক বিকাশের প্রাথমিক অভিজ্ঞতা অর্জনের ক্ষেত্রে হিসেবে কাজ করে। এই স্তরের মূল উদ্দেশ্য হলো শিশুদের মধ্যে সহজাত শেখার আগ্রহ উদ্দীপিত করা, তাদের মৌলিক ভাষাগত ও সামাজিক দক্ষতা বিকাশ করা এবং পরবর্তী প্রাথমিক শিক্ষার জন্য একটি মজবুত ভিত্তি তৈরি করা। গত এক দশকে বাংলাদেশে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে এক অভূতপূর্ব ও দৃশ্যমান প্রসার ঘটেছে, যেখানে সব সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এক বছর মেয়াদি প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা সফলভাবে চালু রয়েছে। এর ধারাবাহিকতায় ২০২৩ সালে ৩,২১৪ টি বিদ্যালয়ে দুই বছর মেয়াদি প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা চালু করা হয় এবং ২০২৫ সাল নাগাদ আরও ৫,০০০ বিদ্যালয় যুক্ত হয়ে মোট ৮,২১৪ টি বিদ্যালয়ে এর সম্প্রসারণ ঘটে। বর্তমানে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে শুরু করে বেসরকারি কিন্ডারগার্টেন সবখানেই শিশুদের বিদ্যালয়মুখী করার একটি প্রবল প্রবণতা তৈরি হয়েছে। তবে এই প্রসারের মাঝে একটি মৌলিক ও তীব্র প্রশ্ন আমাদের সামনে বারবার উঠে আসে আমরা কি সত্যিই শিশুদের তাদের স্বাভাবিক শেখার পদ্ধতিতে শেখাচ্ছি, নাকি প্রাপ্তবয়স্কদের সুবিধামতো কোনো কৃত্রিম ও যান্ত্রিক কাঠামোর ভেতর তাদের শৈশবকে বন্দি করে ফেলাচ্ছি?

ক্রমবর্ধমান আন্তর্জাতিক ও দেশীয় গবেষণা অত্যন্ত জোরালোভাবে বলছে যে, প্রাক-প্রাথমিক পর্যায়ে ভাষা বিকাশের সবচেয়ে কার্যকর ও বৈজ্ঞানিক উপায় হলো খেলাভিত্তিক বা খেলতে খেলতে শিক্ষা। তবুও বাস্তব চিত্র বিশ্লেষণে দেখা যায়, বাংলাদেশের অনেক শ্রেণিকক্ষেই এখনো খেলার জায়গা অত্যন্ত সংকুচিত এবং সেখানে সৃজনশীলতার চেয়ে মুখস্থনির্ভর ও খাতা-কলম নির্ভর শিক্ষাই বেশি প্রাধান্য পাচ্ছে। শিশুর জীবনের প্রথম পাঁচ বছর ভাষা বিকাশের জন্য অত্যন্ত সংবেদনশীল ও গুরুত্বপূর্ণ সময়, কারণ এই সময়েই তার শব্দভান্ডার বাক্য গঠন, শ্রবণ-অনুধাবন এবং সামাজিক যোগাযোগের মজবুত ভিত্তি গড়ে ওঠে। যদি এই পর্যায়ে শেখার পরিবেশ চাপমুক্ত, আন্তর্জিক্যমূলক এবং আনন্দময় না হয়, তবে শিশুর ভাষাগত সম্ভাবনা কখনোই পূর্ণতা পায় না। খেলাধুলাভিত্তিক শিক্ষা এখানে এক ধরনের অনুঘটকের মতো কাজ করে, যা শেখার গতি ও গভীরতা বাড়ায় এবং শিশুকে সক্রিয় অংশগ্রহণে নিরন্তর উদ্বুদ্ধ করে। খেলার ভেতর শেখা শিশুদের জন্য একটি স্বাভাবিক ও স্বতঃস্ফূর্ত প্রক্রিয়া; যখন একটি শিশু পুতুল খেলে, বিভিন্ন চরিত্রের ভূমিকা অভিনয় করে, রঙিন বক সাজায় বা ছড়া ও গান করে তখন সে কেবল বিনোদনই নিচ্ছে না, বরং ভাষা ব্যবহার, সামাজিক সংকেত বোঝা এবং অর্থ নির্মাণের মতো অত্যন্ত জটিল মানসিক প্রক্রিয়ায় যুক্ত হচ্ছে। খেলার সময় শিশু প্রতিনিয়ত নতুন শব্দ শোনে, নিজে তা ব্যবহার করে ভুল করে এবং পুনরায় সংশোধনের মাধ্যমে নিজের অভিজ্ঞতাকে সমৃদ্ধ করে এই যে পুনরাবৃত্তিমূলক প্রক্রিয়া, এটাই তার ভাষা শিক্ষাকে স্থায়ী ও কার্যকর করে তোলে। বিশ্বের উন্নত দেশগুলোর দিকে তাকালে দেখা যায়, তারা প্রাক-প্রাথমিক স্তরে খেলাভিত্তিক পদ্ধতিকে কতটা গুরুত্ব দেয়। উদাহরণস্বরূপ, ফিনল্যান্ডের শিক্ষাব্যবস্থায় শিশুদের আনুষ্ঠানিকভাবে পড়া বা লেখা শেখানো শুরু হয় প্রায় ৭ বছর বয়সে; তার আগ পর্যন্ত শিশুদের সময় কাটে মূলত খেলাধুলা, গল্প বলা, গান গাওয়া এবং প্রকৃতির সান্নিধ্যে থেকে বাস্তব অভিজ্ঞতার মাধ্যমে।



ফিনল্যান্ডের এই মডেল প্রমাণ করে যে, শৈশবে খেলার সুযোগ দিলে পরবর্তী জীবনে শিশুদের একাডেমিক সাফল্য আরও দীর্ঘস্থায়ী হয়। একইভাবে নিউজিল্যান্ডের প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাক্রম, যা 'Te Whāriki' নামে পরিচিত, সেখানে খেলা, অনুসন্ধান এবং সামাজিক মিথস্ক্রিয়াকেই শেখার মূল কেন্দ্র হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এই পদ্ধতিতে শিশুকে তার পরিবেশের সাথে সক্রিয়ভাবে মিশতে দেওয়া হয়, যাতে সে নিজেই নিজের ভাষা ও চিন্তার জগৎ তৈরি করতে পারে। অন্যদিকে জাপানের শিক্ষা সংস্কৃতিতেও প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যাওয়ার আগে শিশুদের দলগত খেলা, গান এবং সৃজনশীল নানা কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে সামাজিক শিষ্টাচার ও ভাষা শেখানো হয়। এসব আন্তর্জাতিক উদাহরণ স্পষ্টভাবে দেখায় যে, খেলার মাধ্যমে শেখার সুযোগ দিলে শিশুর ভাষা ও সামগ্রিক শিক্ষার ভিত্তি অনেক বেশি শক্তভাবে গড়ে ওঠে। বিভিন্ন গবেষণায় দেখা যায়, প্রাক-প্রাথমিক শিশুদের মধ্যে মৌখিক ভাষা দক্ষতা অর্থাৎ শোনা ও বলার সক্ষমতা তুলনামূলক দ্রুত বিকশিত হয়, কিন্তু পড়া ও লেখার প্রাথমিক দক্ষতা তখনো কেবল বিকাশমান পর্যায়ে থাকে। এটিই স্বাভাবিক, কারণ সাক্ষরতার প্রকৃত ও দৃঢ় ভিত্তি গড়ে ওঠে একটি সমৃদ্ধ মৌখিক যোগাযোগের ওপর। এক্ষেত্রে গল্প বলা, অভিনয়ভিত্তিক খেলা এবং শিক্ষক ও অভিভাবকদের সাথে সক্রিয় মিথস্ক্রিয়া শিশুর মৌখিক ভাষার ভিত্তিকে শক্তিশালী করে। শিশু শিক্ষা বিশেষজ্ঞদের মতে, ৫ থেকে ৬ বছর বয়সের আগে জোর করে লেখা শেখাতে গেলে অনেক শিশু শেখার প্রতি আজীবন আগ্রহ হারিয়ে ফেলতে পারে। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে একটি বড় চ্যালেঞ্জ হলো অভিভাবকদের মানসিকতা, যেখানে অনেকেই মনে করেন ভালো স্কুল মানেই বেশি বই, বেশি লেখা এবং বেশি বাড়ির কাজ। এই ভ্রান্ত ধারণার কারণে ছোট শিশুদের ওপর লিখনভিত্তিক যে মানসিক চাপ তৈরি হয়, তা তাদের সৃজনশীলতাকে সীমিত করে দেয়। যদিও শিক্ষকরা অনেকেই খেলাভিত্তিক পদ্ধতির গুরুত্ব বোঝেন, কিন্তু অতিরিক্ত পাঠ্যসূচির চাপ, বড় ক্লাসরুম এবং প্রশিক্ষণের অভাবে তারা এটি শ্রেণিকক্ষে বাস্তবে প্রয়োগ করতে পারেন না। শিশুর ভাষার জগৎ তৈরির সবচেয়ে নিরাপদ ও প্রথম আশ্রয় হলো তার ঘর, যেখানে মায়ের ভূমিকা অপরিসীম। গবেষণায় দেখা গেছে, গৃহিণী মায়ের দীর্ঘ সময় দেওয়া এবং কর্মজীবী মায়ের সচেতন 'কোয়ালিটি টাইম' উভয়ই শিশুর শব্দভান্ডার বৃদ্ধিতে ইতিবাচক প্রভাব ফেলে। তবে আর্থসামাজিক অবস্থান ও উপকরণের ঘাটতি অনেক সময় এই বিকাশে বৈষম্য তৈরি করে। সমাজ-সাংস্কৃতিক তত্ত্ব অনুযায়ী, শিশু সামাজিক মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমেই সবচেয়ে বেশি শেখে, যাকে 'জোন অফ প্রক্সিমাল ডেভেলপমেন্ট' বলা হয়। অর্থাৎ শিক্ষক বা অভিভাবকদের সহায়তায় শিশু যখন খেলাচ্ছিলে নতুন কিছু শেখে, তখন সেই শিক্ষা স্থায়ী হয়। পরিশেষে, বাংলাদেশ যদি সত্যিই প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়ন করতে চায়, তবে শিক্ষকদের আধুনিক প্রশিক্ষণ, প্যারেন্টিং প্রোগ্রাম বৃদ্ধি, স্বল্পমূল্যের শিক্ষা উপকরণ সরবরাহ এবং ছোট ক্লাস সাইজ নিশ্চিত করা অপরিহার্য। প্রাক-প্রাথমিক স্তরে মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত পরীক্ষা নয়; বরং শিশুদের ভাষা, কৌতূহল ও কল্পনাজাতিকে মজবুত করা। খেলতে খেলতেই শিশু সবচেয়ে ভালো শেখে এই সত্যটি নীতিনির্ধারক, শিক্ষক ও অভিভাবক সবার সম্মিলিতভাবে স্বীকার করার মাধ্যমেই প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষায় এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনা সম্ভব, যা হবে আমাদের শিশুদের সামগ্রিক বিকাশের জন্য সবচেয়ে কার্যকর বিনিয়োগ।



বিদ্যালয়-বহির্ভূত কিশোর-কিশোরীদের জন্য দক্ষতা কেন্দ্রিক সাক্ষরতা প্রকল্প- SKILFO

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো, মহাখালী, ঢাকা



SKILFO পাইলট প্রকল্পটি বাংলাদেশের উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ও দক্ষতা উন্নয়ন কাঠামোতে একটি যুগান্তকারী ও বাস্তবমুখী উদ্যোগ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। বিদ্যালয়বহির্ভূত কিশোর-কিশোরীদের জন্য দক্ষতা কেন্দ্রিক সাক্ষরতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এই প্রকল্পটি সেপ্টেম্বর ২০২৩ থেকে ফেব্রুয়ারি ২০২৫ পর্যন্ত কক্সবাজার জেলার আটটি উপজেলায় বাস্তবায়িত হয় এবং পরবর্তীতে প্রশাসনিক অনুমোদন এর মাধ্যমে ৩০ জুন ২০২৫ পর্যন্ত মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়। Global Partnership for Education (GPE)-এর আর্থিক সহায়তা এবং UNICEF Bangladesh-এর কারিগরি সহায়তায় উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো কর্তৃক বাস্তবায়িত এই প্রকল্পের মূল লক্ষ্য ছিল ১৪-১৮ বছর বয়সী ৬,৮২৫ জন বিদ্যালয়-বহির্ভূত কিশোর-কিশোরীকে মৌলিক সাক্ষরতা, গণনা দক্ষতা, ডিজিটাল ও জীবন দক্ষতার পাশাপাশি পেশাভিত্তিক জীবিকায়ন দক্ষতা প্রদান করা এবং তাদের শোভন কর্মসংস্থানের সঙ্গে যুক্ত করা।

বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষায় ভর্তির হার উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেলেও বিদ্যালয়ে টিকে থাকা এবং শিক্ষা সম্পন্ন করার হার এখনও সন্তোষজনক নয়। দারিদ্র্য, শিশুশ্রম, বাল্যবিবাহ, লিঙ্গবৈষম্য, জলবায়ু

পরিবর্তনজনিত বাস্তবচ্যুতি এবং শিক্ষার সঙ্গে শ্রমবাজারের দুর্বল সংযোগ। এইসব কারণের ফলে বিপুলসংখ্যক কিশোর-কিশোরী শিক্ষাব্যবস্থার বাইরে থেকে যাচ্ছে। SKILFO প্রকল্প এই বাস্তবতাকে বিবেচনায় রেখে একটি সমন্বিত মডেল প্রণয়ন করেছে, যেখানে সাক্ষরতা ও দক্ষতা উন্নয়নকে একীভূত করা হয়েছে। প্রকল্পটি জাতীয় শিক্ষানীতি, জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতি, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা আইন এবং বাংলাদেশ জাতীয় যোগ্যতা কাঠামোর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে প্রি-ভোকেশনাল স্তরে একটি কার্যকর শিক্ষাপথ তৈরি করেছে।

প্রকল্প বাস্তবায়নের শুরুতেই মাঠ জরিপের মাধ্যমে ১০,৯৭৭ জন সম্ভাব্য শিক্ষার্থী, ২০টি এমপিওভুক্ত স্কুল এবং ২,২২৯টি উপযুক্ত এন্টারপ্রাইজ চিহ্নিত করা হয়। এরপর জাতীয় পর্যায়ে সক্ষমতাভিত্তিক কোর্স কাঠামো পর্যালোচনার মাধ্যমে প্রি-ভোকেশনাল লেভেলের জন্য SKILFO কোর্স কাঠামো নির্ধারণ করা হয়। ১৭ জন পেশাভিত্তিক কারিকুলাম বিশেষজ্ঞের সমন্বয়ে ১৩টি ট্রেডের জন্য মানসম্মত কোর্স প্যাকেজ তৈরি করা হয়, যেখানে শিল্পখাতের প্রতিনিধি, একাডেমিয়া ও অভিজ্ঞ প্রশিক্ষকদের সক্রিয় অংশগ্রহণ ছিল। এর ফলে কোর্সগুলো বাস্তব শ্রমবাজারের চাহিদার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়েছে।

SKILFO প্রকল্পের অন্যতম শক্তিশালী দিক হলো এর কোর্স ডেলিভারি পদ্ধতির বৈচিত্র্য। প্রতিষ্ঠানভিত্তিক, আউটস্টেশনভিত্তিক এবং MCP দ্বারা এন্টারপ্রাইজ ভিত্তিক এই তিনটি পদ্ধতিতে মোট ৪৬০ ঘণ্টার প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। ১৩টি ট্রেডে মোট ৬,৮২৫ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে, যার মধ্যে টেইলরিং অ্যান্ড ড্রেস মেকিং ও কম্পিউটার অপারেশন অ্যান্ড গ্রাফিক ডিজাইনে অংশগ্রহণ ছিল সর্বাধিক। এই বৈচিত্র্যময় ট্রেড নির্বাচন স্থানীয় শ্রমবাজারের চাহিদা ও কক্সবাজার অঞ্চলের অর্থনৈতিক বাস্তবতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

মানসম্মত প্রশিক্ষণ নিশ্চিত করতে ১৭৩ জন অকুপেশনাল ট্রেনার, ১৬০ জন লিটারেসি ট্রেনার এবং ১,২৪০ জন মাস্টার ট্রাফট পারসনকে ওরিয়েন্টেশন প্রদান করা হয়। পাশাপাশি ১১৩ ধরনের শিখন উপকরণ - কারিকুলাম, টিচার্স গাইড, লার্নার্স গাইড, এসেসমেন্ট টুল, কম্পিউটিং ট্র্যাকিং টুল ও MCP লগবুক মাঠ পর্যায়ে পাইলটিং শেষে দ্বিতীয় সংস্করণে উন্নীত করে মুদ্রণ সম্পন্ন করা হয়। প্রিভোকেশনাল পেডাগোজি প্রশিক্ষণ ও অ্যাসেসর ওরিয়েন্টেশনের মাধ্যমে একটি সনদায়িত অ্যাসেসর পুল তৈরি করা হয়, যা মূল্যায়ন ব্যবস্থাকে বিশ্বাসযোগ্য ও মানসম্মত করেছে।

৩১ জানুয়ারি ২০২৫ পর্যন্ত পরিচালিত মূল্যায়নে মোট ৫,৬৪৬ জন শিক্ষার্থী সফলভাবে অংশগ্রহণ করে, যার মধ্যে মেয়েদের অংশগ্রহণ উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি। এটি প্রকল্পের জেডার সংবেদনশীল ও অন্তর্ভুক্তিমূলক দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন। প্রশিক্ষণ শেষে Job Linkage through Apprenticeship কার্যক্রমের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের বাস্তব কর্মক্ষেত্রে সংযুক্ত করা হয়। কক্সবাজার পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট ও সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল অ্যান্ড কলেজের সহযোগিতায় সংশ্লিষ্ট ওয়ার্কস্টেশন নির্ধারণ, নিয়োগকর্তাদের সম্পৃক্তকরণ এবং শিক্ষানবিশদের জন্য ওয়ার্ক কন্ট্রাক্ট স্বাক্ষরের ব্যবস্থা করা হয়।

স্থানীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠান, হোটেল-রেস্তোরাঁ, কনস্ট্রাকশন ও আইটি খাত, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের সক্রিয় অংশগ্রহণ SKILFO প্রকল্পের সাফল্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। মোট ১,১৩৪টি স্থানীয় ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীরা হাতে-কলমে প্রশিক্ষণের সুযোগ পায় এবং কোর্স শেষে প্রায় ৮৭% শিক্ষার্থী শিক্ষানবিশ হিসেবে কাজের সুযোগ লাভ করে। এর ফলে তারা আয়, বাস্তব কাজের অভিজ্ঞতা ও আত্মমর্যাদা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে।

সার্বিকভাবে SKILFO প্রকল্পটি প্রমাণ করেছে যে সাক্ষরতা, দক্ষতা ও কর্মসংস্থানের সমন্বিত মডেল বিদ্যালয়বহির্ভূত কিশোর-কিশোরীদের জন্য একটি কার্যকর ও টেকসই সমাধান হতে পারে। এই পাইলট প্রকল্পের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে ভবিষ্যতে দেশের বিভিন্ন জেলায় SKILFO কার্যক্রম সম্প্রসারণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। মানবসম্পদ উন্নয়ন, জনমিতিক সুবিধা অর্জন এবং এসডিজি-৪ ও এসডিজি-৮ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে এই প্রকল্প একটি শক্তিশালী ভিত্তি হিসেবে কাজ করবে বলে আশা করা যায়।



শিশুর সামগ্রিক বিকাশে সহশিক্ষা কার্যক্রম

মোছাঃ ফরিদা ইয়াসমিন

প্রধান শিক্ষক, রমনা ২নং সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, চিলমারী, কুড়িগ্রাম



শিক্ষা কেবল শ্রেণিকক্ষ বা পাঠ্যবইয়ের সীমাবদ্ধ গণ্ডিতে আবদ্ধ কোনো বিষয় নয়, বরং এটি শিশুর সুপ্ত প্রতিভার পূর্ণ বিকাশ, চারিত্রিক দৃঢ়তা এবং সামাজিক মূল্যবোধ গঠনের একটি নিরবচ্ছিন্ন জীবনব্যাপী প্রক্রিয়া। আধুনিক শিক্ষাবিজ্ঞানে সহশিক্ষা কার্যক্রম বা কো-কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিজ হলো সেই অপরিহার্য মাধ্যম, যা পুঁথিগত বিদ্যার একঘেয়েমি দূর করে শিক্ষার্থীর মনোজগৎকে সৃজনশীল, গতিশীল ও প্রাণবন্ত করে তোলে। কুড়িগ্রাম জেলার চিলমারী উপজেলাধীন রমনা ২নং সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় এর বাস্তব চিত্র বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, একটি শিশুর দিনের শুরুটা যদি সুশৃঙ্খল ও ইতিবাচক হয়, তবে তার প্রভাব সারা দিনের কর্মকাণ্ডে প্রতিফলিত হয়। প্রতিদিনের সমাবেশ, জাতীয় সংগীত পরিবেশন এবং নৈতিক শপথের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মধ্যে যেমন গভীর দেশপ্রেম ও নিয়মানুবর্তিতার মজবুত ভিত্তি তৈরি হয়, তেমনি দেয়ালিকা প্রকাশ ও বুক লাইব্রেরির নিয়মিত ব্যবহার তাদের সুপ্ত উদ্ভাবনী শক্তি ও পাঠ্যভ্যাসকে উত্তরোত্তর শাণিত করে। বিশেষ করে জাতীয় ও ধর্মীয় দিবসগুলোকে কেন্দ্র করে শিক্ষার্থীদের তৈরি শৈল্পিক কাজগুলো তাদের নান্দনিক সত্তার বহিঃপ্রকাশ ঘটায় যা তাদের সাধারণ পাঠ্যসূচির বাইরেও এক নতুন জগৎ সৃষ্টি করে।

এছাড়া নিয়মিত আয়োজিত বিতর্ক প্রতিযোগিতার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মাঝে যৌক্তিক চিন্তাশক্তি, বিশ্লেষণাত্মক ক্ষমতা এবং নির্ভয়ে নিজের মতামত প্রকাশের ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়, যা তাদের ভবিষ্যৎ জীবনের জটিল চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় মানসিকভাবে আত্মবিশ্বাসী করে তোলে। কাব স্কাউটিংয়ের মতো কার্যক্রম শিশুদের স্বাবলম্বী, সুশৃঙ্খল, পরোপকারী ও সুসংগঠিত দলগত নেতৃত্বের গুণাবলিতে দীক্ষিত করে, যা তাদের প্রতিকূল পরিবেশে মানিয়ে নিতে এবং সামাজিক সংহতি বজায় রাখতে শেখায়। একটি আদর্শ বিদ্যাপীঠ কেবল শিক্ষার্থীদের নিয়ে নয়, বরং শিক্ষক, স্থানীয় প্রশাসন ও অভিভাবকদের সমন্বিত প্রচেষ্টায় প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে; যার সফল প্রতিফলন ঘটে নিয়মিত মা সমাবেশ, অভিভাবক সভা ও সুধী সমাবেশের মতো কার্যকরী আয়োজনে যেখানে উচ্চপদস্থ শিক্ষা কর্মকর্তাদের উপস্থিতি শিক্ষকদের অনুপ্রেরণা জোগায়। পাশাপাশি সরকারি স্কুল ফিডিং কর্মসূচি এবং দরিদ্র শিক্ষার্থীদের মাঝে শিক্ষা উপকরণ বিতরণের মাধ্যমে বিদ্যালয়ে উপস্থিতির হার বৃদ্ধি ও পুষ্টির চাহিদা নিশ্চিত করা সম্ভব হচ্ছে। বর্তমান বিশ্বায়নের যুগে মাতৃভাষার পাশাপাশি আন্তর্জাতিক ভাষা হিসেবে ইংরেজি এবং আরবি বা চাইনিজের মতো বিদেশি ভাষার প্রাথমিক দক্ষতা অর্জন শিক্ষার্থীদের আধুনিক বিশ্বের উপযোগী নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে অত্যন্ত সহায়ক। প্রতিটি বিদ্যালয়ে একটি সুসজ্জিত ভাষা কক্ষ এবং আধুনিক অডিও-ভিডিও উপকরণের মাধ্যমে 'খেলায় খেলায় ভাষা শিক্ষা' প্রকল্প শিক্ষার্থীদের শিখন প্রক্রিয়াকে আরও আনন্দদায়ক, ফলপ্রসূ ও বৈচিত্র্যময় করে তুলতে পারে। মেধা ও অর্জনের স্বীকৃতি স্বরূপ নাম ও ছবি সংবলিত পুরস্কার প্রদানের সংস্কৃতি শিশুদের মাঝে সুস্থ প্রতিযোগিতার পরিবেশ সৃষ্টি করে এবং তাদের আরও বড় সাফল্যের পথে এগিয়ে যেতে দৃঢ়ভাবে অনুপ্রাণিত করে। ভাষা যেহেতু যোগাযোগের প্রধান মাধ্যম এবং আচরণিক পরিবর্তনের অন্যতম হাতিয়ার, তাই প্রাথমিক স্তরে থেকেই ভাষাজ্ঞান চর্চার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের বাচনিক ও ব্যাকরণিক দক্ষতা বৃদ্ধি করা অত্যন্ত জরুরি। তাত্ত্বিক পাঠের চেয়ে ব্যবহারিক শিখন পদ্ধতি যেমন গান, নাটক ও তথ্যচিত্রের ব্যবহার শিশুদের শিখন শৈলীকে আরও উচ্চমাত্রায় নিয়ে যায়।



পরিশেষে বলা যায়, সৃজনশীল উদ্ভাবন, খেলাধুলা, সাংস্কৃতিক চর্চা এবং যথাযথ পৃষ্ঠপোষকতার সময়সীমা ঘটিয়ে সহশিক্ষা কার্যক্রম শিশুকে কেবল একজন সাধারণ শিক্ষার্থী নয়, বরং একজন নীতিবান, মানবিক ও পূর্ণাঙ্গ মানুষ হিসেবে গড়ে তোলে। এই বহুমুখী ও আধুনিক উদ্যোগগুলোই পারে আগামীর উন্নত, সমৃদ্ধ ও স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে আমাদের শিশুদের যোগ্য ও দক্ষ কারিগর হিসেবে প্রস্তুত করতে, যা দেশ ও জাতির জন্য এক চিরস্থায়ী ও উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে। পড়াশোনার চাপের বাইরে এই ধরনের আনন্দময় পরিবেশই পারে শিক্ষার্থীদের মধ্যে শিক্ষার প্রকৃত নির্যাস ছড়িয়ে দিতে এবং তাদের একজন সুনামগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে সহায়তা করতে। যথাযথ স্থানীয় পৃষ্ঠপোষকতা এবং অভিভাবকীয় সচেতনতা অব্যাহত থাকলে এই সৃজনশীল অগ্রযাত্রা আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে সাফল্যের চূড়ান্ত শিখরে পৌঁছে দেবে।

প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়নে বিভাগীয় সেরাগণের মতামত

সংকলন: ভাষা অনুষদ, জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি

প্রাথমিক শিক্ষা পদক ২০২৪-এর বিভাগীয় পর্যায়ে ১০টি ক্যাটাগরিতে চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত ৭৭জন শিক্ষক ও কর্মকর্তার অংশগ্রহণে গত ২৫-২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ তারিখে ০৩ দিনব্যাপী 'Sharing Success Story' শীর্ষক একটি কর্মশালা জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ)-এ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কর্মশালায় বিভাগীয় পর্যায়ের সেরাগণ ৫টি সুনির্দিষ্ট ক্ষেত্রে (বাংলা পঠন দক্ষতা, গাণিতিক দক্ষতা, ইংরেজিতে পঠন দক্ষতা, প্রাথমিক শিক্ষায় মূল্যায়ন, এবং প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞানের কার্যকর ব্যবহার) প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নে তাদের সুচিন্তিত মতামত প্রদান করেন। বিভাগীয় পর্যায়ের সেরাগণের প্রদত্ত মতামত সংক্ষেপে নিম্নে উপস্থাপন করা হলো-

১. বাংলা পঠন দক্ষতার উন্নয়ন

পঠন অর্থ পড়া, দক্ষতা অর্থ পারা, এককথায় পঠন দক্ষতা অর্থ সাবলীলভাবে পড়তে পারা। বাংলা পঠন দক্ষতা হলো বাংলা ভাষায় মুদ্রিত বা হাতের লেখা বিষয়বস্তু কারও কোনো সাহায্য ছাড়া বিরামচিহ্ন ও গতি ঠিক রেখে সাবলীলভাবে শুদ্ধ ও প্রমিত উচ্চারণে পড়া, অর্থ বোঝা এবং বিশ্লেষণ করার সক্ষমতা। ৬ বছর মেয়াদি প্রাথমিক শিক্ষাচক্র সমাপ্ত করার পরেও ১০০ ভাগ শিক্ষার্থী সাবলীলভাবে বাংলা পড়তে পারে না। এর ফলে ইংরেজি ব্যতীত অন্য সকল বিষয়ের উপর বিরূপ প্রভাব পড়ে। এমনকি অন্যান্য বিষয় পড়ার আগ্রহও হারিয়ে ফেলে। ফলাফলস্বরূপ, শিক্ষার্থীর বরে পড়ার হার বৃদ্ধি পায়। শিক্ষার্থীর আত্মবিশ্বাস কমে যায়। শিক্ষার্থী হীনম্মন্যতায় ভোগে। পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। শ্রেণিকার্যক্রমে অমনোযোগিতা বৃদ্ধি পায়। শিক্ষার গুণগত মান বাধাগ্রস্ত হয়। বিদ্যালয় পর্যায়ে এর নেতিবাচক প্রভাব পড়ে।

পঠন দক্ষতা উন্নয়ন বাস্তবায়ন কৌশল

বেইজলাইন মূল্যায়নের মাধ্যমে পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থী শনাক্ত করে তাদের জন্য ব্যক্তিগত উন্নয়ন পরিকল্পনা (PIP) বাস্তবায়ন, নিয়মিত রেকর্ড সংরক্ষণ এবং দক্ষ ও পারদর্শী শিক্ষকদের প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির দায়িত্ব প্রদান করতে হবে। বছরের শুরুতেই ১ম-৫ম শ্রেণির বইয়ের সকল নতুন শব্দ ও যুক্তবর্ণের তালিকা প্রদর্শন, নিয়মিত ব্যাখ্যা ও অনুশীলনের পাশাপাশি কার ও ফলা-চিহ্নহীন বর্ণ দিয়ে নতুন শব্দ গঠন এবং 'রেফ' ও বিভিন্ন ফলার (য, ব, ম) সঠিক উচ্চারণ শেখাতে হবে। প্রতিদিন শব্দ-খেলা (সিঁড়ি/পুকুর), বানান দূরত্ব কমিয়ে উচ্চারণ পদ্ধতি এবং যুক্তবর্ণ ভেঙে শব্দ, বাক্য ও রচনা গঠনের কুইজ বা প্রতিযোগিতার আয়োজন করতে হবে। বিদ্যালয়ের নিয়মিত সময়ের আগে বা পরে অতিরিক্ত পাঠদান নিশ্চিত করা, ল্যাপুয়েজ ক্লাব ও বুক কর্নার ব্যবহারের পাশাপাশি পারগ ও অপারগ শিক্ষার্থীর 'সতীর্থ' তালিকা করে বিশেষ প্রণোদনার মাধ্যমে পঠন দক্ষতা বৃদ্ধি করতে হবে। অভিভাবকদের বই বা এসআরএম (SRM) নির্ধারণ করে দিয়ে শিক্ষার্থীদের পঠন প্রতিযোগিতার আয়োজন, প্রতিদিন দুই পৃষ্ঠা পড়ার বাড়িরকাজ আদায় এবং প্রতি মাসে শ্রেষ্ঠ পাঠক নির্বাচন করে পুরস্কৃত করা প্রয়োজন। এছাড়া কার্যকর মনিটরিং-মেন্টরিং ও ফলোআপ নিশ্চিতকরণ, বিষয়ভিত্তিক শিক্ষক নিয়োগ এবং উপজেলা পর্যায়ের মনিটরদের পেডাগোজি বিষয়ক দক্ষতা বৃদ্ধি করতে হবে। একইসাথে শিক্ষার ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে একজন শিক্ষককে ১ম থেকে ৫ম শ্রেণি পর্যন্ত পর্যায়ক্রমে একই বিষয় পড়ানোর দায়িত্ব প্রদান করতে হবে।

২. গাণিতিক দক্ষতা উন্নয়ন

গাণিতিক দক্ষতা হলো-গণিতের মৌলিক ধারণা (সংখ্যা প্রতীক চেনা, সংখ্যা গণনা ও লিখতে পারা, যোগ-বিয়োগ-গুণ-ভাগ-এর ব্যবহার জানা, বিভিন্ন গাণিতিক সমস্যার সমাধান করতে পারা) আয়ত্ত করে ব্যবহারিক জীবনে গাণিতিক প্রয়োগ যথাযথভাবে করতে পারা। প্রাথমিক শিক্ষাচক্র সমাপ্তকারী শিক্ষার্থীর জন্য এই গাণিতিক দক্ষতা অর্জন অপরিহার্য।

গাণিতিক দক্ষতা উন্নয়ন বাস্তবায়ন কৌশল

বল নিষ্ক্ষেপ খেলার মাধ্যমে দূরে-কাছের ধারণা এবং সততা স্টোরে কেনাকাটার মাধ্যমে চার প্রক্রিয়ার অনুশীলন নিশ্চিত করতে হবে। বাস্তব উপকরণ ব্যবহার করে শিক্ষার্থীর সংখ্যার স্থানীয় মান ও যোগ-বিয়োগ এবং গুণ-ভাগের পারস্পরিক সম্পর্কের মৌলিক ধারণা প্রদানসহ গণিত অলিম্পিয়াড কৌশলগুলোর বাস্তবায়ন জোরদার করতে হবে। শিক্ষার্থীদের স্বাধীনভাবে গণিতের সমস্যা তৈরি, সমাধান এবং গাণিতিক বিভিন্ন ধারার অনুশীলনের সুযোগ দিতে হবে। শ্রেণিকক্ষ জ্যামিতিক চিত্র দ্বারা সজ্জিত করা, সমাবেশে কোরাস আকারে নামতা চর্চা এবং শ্রেণিভিত্তিক গণিত মেলা ও প্রতিযোগিতার মাধ্যমে শ্রেষ্ঠ গণিতবিদ নির্বাচন করে প্রণোদনার ব্যবস্থা করতে হবে। এছাড়া গাণিতিক ধাঁধা, যাদু, সৃজনশীল গেমস এবং অনলাইন-অফলাইন গণিত ক্লাব ও কর্নারের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর মনোজগতে একটি গাণিতিক জগৎ গড়ে তুলতে হবে।



চলমান

৩. ইংরেজি বিষয়ের পঠন দক্ষতা উন্নয়ন

আমাদের দেশে ইংরেজিকে বিদেশি ভাষা হিসেবে শেখানো হয়। ইংরেজি পঠন দক্ষতা হলো- ইংরেজি ভাষায় মুদ্রিত লেখা বা হাতের লেখা সাবলীলভাবে পড়তে পারা এবং অর্থ উপলব্ধি করতে পারা। ইংরেজি বর্ণ সঠিকভাবে চিনে প্রমিত উচ্চারণে ইংরেজি পড়ে বুঝতে পারা ইংরেজি পঠন দক্ষতার অন্তর্ভুক্ত।

পঠন দক্ষতা (ইংরেজি) উন্নয়ন বাস্তবায়ন কৌশল

শ্রেণিভিত্তিক যোগ্যতা অর্জন নিশ্চিত করতে প্রয়োজনে বিষয় শিক্ষককে জবাবদিহিতা ও সহায়তার আওতায় আনতে হবে। বছরের শুরুতে বেইজলাইন সার্ভের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর বর্তমান অবস্থা যাচাই করে পাঠদান এবং ইংরেজি শিখন ঘণ্টা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। ওয়ান ডে ওয়ান ওয়ার্ড, ইংরেজি শব্দ তালিকা প্রদর্শন, সিলেবল ভেঙে উচ্চারণ শেখানো এবং লেটার দিয়ে নতুন শব্দ গঠনের মাধ্যমে উচ্চারণ চর্চা করা হবে। এছাড়া ১ মিনিট রিডিং অনুশীলন, ক্লাস রুম ল্যাংগুয়েজ ব্যবহার এবং শ্রেণিকক্ষের বাইরে ছোট ছোট কথোপকথনের মাধ্যমে ইংরেজি জড়তা দূর করতে হবে। ওয়ার্ড পাজল, রিডিং কর্নার, ল্যাংগুয়েজ ও ডিবেটিং ক্লাব, বুক কর্নার এবং রিডিং পার্টনারশিপের মতো কার্যক্রমের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সেটেন্স বিল্ডিং ও নিউজ পেপার রিডিংয়ে দক্ষ করে তুলতে হবে। পরিশেষে, অতিরিক্ত সময়ে পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের স্পেশাল কেয়ার দিয়ে ইংরেজির ভীতি দূর করার উদ্যোগ নিতে হবে।

৪. প্রাথমিক শিক্ষার মূল্যায়ন

মূল্যায়ন হলো শিক্ষার্থীর শিখন অগ্রগতি যাচাই করা। এটি শিক্ষার্থীদের শিখনের অগ্রগতি, দক্ষতা এবং অর্জনকে সঠিকভাবে পরিমাপে সাহায্য করে।

প্রাথমিক শিক্ষার মূল্যায়ন বাস্তবায়ন কৌশল

বছরের শুরুতেই মূল্যায়ন পদ্ধতি, নির্দেশনা ও মান বস্টন নিশ্চিত করে ১০টি মাসিক ও সামষ্টিক মূল্যায়ন (NSA-এর আদলে) পরিচালনা করতে হবে। পাস নম্বর ৬০ নির্ধারণ করে ৫টি রেটিং স্কেলে ফলাফল প্রকাশ করতে হবে: ০-৫৯ (সহায়তা প্রয়োজন), ৬০-৭০ (মোটামুটি), ৭১-৮০ (ভালো), ৮১-৯০ (উত্তম) এবং ৯১-১০০ (অতি উত্তম)। মূল্যায়নে সামষ্টিক ৭০ (নৈব্যক্তিক ও কাঠামোবদ্ধ) এবং গাঠনিক ৩০ (শ্রেণির কাজ, অ্যাসাইনমেন্ট) নম্বর থাকবে। বাংলার ক্ষেত্রে শোনা, বলা, পড়া ও লেখা ২৫ করে মোট ১০০ এবং ইংরেজির ক্ষেত্রে Listening, Speaking, Reading ও Writing-এ ২০ করে এবং Grammar ও Vocubular-তে ১০ করে মোট ১০০ নম্বর বরাদ্দ থাকবে। গাঠনিক মূল্যায়নে সহপাঠী ও স্ব-মূল্যায়ন, পর্যবেক্ষণ, ব্যবহারিক কাজ (প্রকল্প, নাটক) এবং নৈতিক মূল্যবোধ অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। সুন্দর হাতের লেখার জন্য লিখিত পরীক্ষায় ১০% নম্বর বরাদ্দ রাখা, অধ্যয়নভিত্তিক মূল্যায়নের উত্তরপত্র অভিভাবকদের দেখানো এবং ফি নির্ধারণের মাধ্যমে মূল্যায়নের গুরুত্ব নিশ্চিত করতে হবে। এছাড়া পঞ্চম শ্রেণি শেষে বৃত্তি পরীক্ষা গ্রহণ, প্রশ্নপত্র প্রণয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান এবং মূল্যায়ন পদ্ধতির ঘন ঘন পরিবর্তন বন্ধ করা প্রয়োজন। পুরো বছরের সামগ্রিক পারফরম্যান্সের ভিত্তিতে উপজেলা পর্যায়ে শিক্ষক ও বিদ্যালয়ের গ্রেডভিত্তিক তালিকা প্রকাশ করে প্রথম দশ স্থান অধিকারীকে সাফল্যের সনদ ও সম্মাননা প্রদান করতে হবে।

৫. প্রশিক্ষণের কার্যকর ব্যবহার

প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান যখন শিখন-শেখানো কাজে সহায়ক হয় এবং বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের পাঠোন্নতিতে অবদান রাখে তখনই ধরা হয় প্রশিক্ষণ কার্যক্রম ফলপ্রসূ হয়েছে। শিক্ষকদের যুগোপযোগী, আধুনিক ও বিশ্বমানের পরিবর্তনশীল ধারণার সাথে অভিযোজিত করা এবং পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নের জন্য প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। পাঠদানের নতুন নতুন পদ্ধতি ও কৌশল জানা এবং শ্রেণিকক্ষের পাঠকে ফলপ্রসূ করার জন্য প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান প্রয়োগ করা হয়।

প্রশিক্ষণের কার্যকর বাস্তবায়ন কৌশল

শিক্ষক ও কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণের মান উন্নয়ন এবং এর যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত করতে নিম্নলিখিত পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করতে হবে। প্রতি বছর শিক্ষকমানের ভিত্তিতে লিখিত, ব্যবহারিক ও মৌখিক পরীক্ষার মাধ্যমে সম্মাননার ব্যবস্থা করা এবং কোর টেইনার ও কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে প্রশিক্ষণ পরিচালনা করতে হবে। প্রশিক্ষণের কন্টেন্ট ওভারল্যাপিং রোধে একই শাখা থেকে ডিজাইন এবং প্রশিক্ষণ, নেপ, ডিপিইও, পিটিআই, ইউপিইও ও ইউপিইটিসি-র সমন্বিত নীতিমালা তৈরি করতে হবে। প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান শ্রেণিকক্ষে বাস্তবায়নের প্রমাণক (কর্মপত্র, ছিরচিত্র, ফিডব্যাক চেকলিস্ট) সংরক্ষণ এবং ফলো-আপ প্রশিক্ষণে অর্জনের তথ্য ছক দাখিল করতে হবে। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বিষয়ে শিক্ষককে রুটিন অনুযায়ী পাঠদান করতে হবে এবং শিক্ষার্থীর পারফরম্যান্সের ভিত্তিতে তাকে জবাবদিহিতার আওতায় আনতে হবে। মনিটরিং হাব তৈরির মাধ্যমে প্রতিটি প্রশিক্ষণের প্রয়োগ ও পদ্ধতি সমন্বয় করতে হবে এবং প্রশিক্ষক ও কর্মকর্তাদের মাধ্যমে নিয়মিত সুপারভিশন ও ফিডব্যাক নিশ্চিত করতে হবে। এছাড়া, প্রশিক্ষণ পরবর্তী সফল প্রয়োগের জন্য 'থ্যাংক লেটার' প্রদান এবং শিক্ষক থেকে কর্মকর্তা পর্যন্ত একই প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে যাতে মনিটরিং ব্যবস্থা আরও কার্যকর হয়। প্রতিটি প্রশিক্ষণের পূর্ব, প্রশিক্ষণ কালীন ও পরবর্তী ব্যবহারের সুস্পষ্ট নীতিমালা অনুযায়ী এর বাস্তবায়ন তদারকি করা আবশ্যিক।



শিশুরা এখন স্বাস্থ্যরক্ষার দূত: প্রাথমিক বিদ্যালয়ের 'ক্ষুদে ডাক্তার' কর্মসূচি

মুহাম্মদ সাইফুল ইসলাম

ইন্সট্রাক্টর, উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ সেন্টার, দেলদুয়ার, টাঙ্গাইল

বাংলাদেশের গ্রামীণ অঞ্চলে স্বাস্থ্যসেবার সীমাবদ্ধতা এবং শিশুদের কৃমি ও পানিবাহিত রোগের প্রাদুর্ভাব কমাতে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়, ইউএসএইড (USAID) ও এফএইচআই ৩৬০ (FHI 360) 'ক্ষুদে ডাক্তার' কর্মসূচি শুরু করে। এর মূল লক্ষ্য শিশুদের নিজস্ব স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতন করা এবং তাদের আত্মবিশ্বাসী ও দায়িত্বশীল নেতৃত্ব হিসেবে গড়ে তোলা।

কর্মসূচির ধারণা ও কাঠামো

ছাত্রছাত্রীদের নির্বাচন করে তাদের স্বাস্থ্যসংক্রান্ত প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। প্রশিক্ষণ শেষে তারা হয় বিদ্যালয়ের ক্ষুদে ডাক্তার/স্বাস্থ্যবিষয়ক বার্তার বাহক। এই শিশুরা শেখে কীভাবে সঠিকভাবে হাত ধুতে হয়, কীভাবে বিশুদ্ধ পানি পান করতে হয়, কীভাবে পুষ্টিখর খাবার বাছাই করতে হয়, এবং কীভাবে পেটের কৃমি থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। তারা আরও জানতে পারে প্রাথমিক চিকিৎসা ও দৈনন্দিন স্বাস্থ্য অভ্যাস সম্পর্কে। এই প্রশিক্ষণের পর ক্ষুদে ডাক্তাররা বিদ্যালয়ের অন্যান্য শিক্ষার্থীদের মাঝে স্বাস্থ্যবিষয়ক সচেতনতা তৈরি করে। শিক্ষক ও স্থানীয় স্বাস্থ্যকর্মীদের সহায়তায় তারা শ্রেণিকক্ষে উপস্থাপনা করে, বাড়ি বাড়ি গিয়ে সচেতনতা বাড়ায়, পোস্টার আঁকে, নাটিকা পরিবেশন করে এবং জাতীয় কৃমি নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমেও অংশগ্রহণ করে।

মার্তপর্যায়ের বাস্তবতা ও প্রভাব

এই কর্মসূচির ফলে বিদ্যালয়ে উপস্থিতির হার বেড়েছে এবং শিক্ষার্থীদের মধ্যে উন্নত স্বাস্থ্যবিধি ও আত্মবিশ্বাস তৈরি হয়েছে। শিশুদের বন্ধুত্বপূর্ণ পরামর্শ সহপাঠী ও বড়রা সহজে গ্রহণ করায় এটি অত্যন্ত কার্যকর প্রমাণিত হয়েছে, যা অনেকের মনে ভবিষ্যতে স্বাস্থ্য বা শিক্ষা পেশায় ক্যারিয়ার গড়ার আগ্রহ তৈরি করেছে।

পরিচালনা ও সহযোগিতা

শিক্ষক, স্থানীয় স্বাস্থ্যকর্মী এবং উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তাদের নিয়মিত তদারকি ও সমন্বিত প্রচেষ্টায় এই কর্মসূচিটি একটি সামাজিক আন্দোলনের রূপ নিয়েছে। প্রতিটি স্তরে সুসংগঠিত ব্যবস্থাপনা ও সঠিক গাইডলাইন এর দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব ও গুণগত মান নিশ্চিত করে।

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যের সঙ্গে সম্পর্ক

এই উদ্যোগ সরাসরি জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDG-৩: সুস্বাস্থ্য ও SDG-৪: মানসম্মত শিক্ষা) অর্জনে সহায়ক। এটি শিশুদের শুধু শিক্ষিত করে না, বরং অন্যদের শেখাতে অনুপ্রাণিত করার মাধ্যমে শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য সফল করে।

সম্প্রসারণযোগ্যতা ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা

কম খরচে পরিচালনাযোগ্য এই মডেলটি যেকোনো উন্নয়নশীল দেশে বাস্তবায়নযোগ্য। সরকারি নীতিমালায় এটি স্থায়ীভাবে অন্তর্ভুক্ত করলে জাতীয় পর্যায়ে একটি স্বাস্থ্যবান ও সচেতন প্রজন্ম গড়ে তোলার শক্তিশালী হাতিয়ার হয়ে উঠতে পারে। ক্ষুদে ডাক্তার কর্মসূচি প্রমাণ করেছে যে সঠিক সুযোগ পেলে শিশুরাই সমাজ বদলে দিতে পারে। এই ছোট ছোট হাতের মাধ্যমেই গড়ে উঠছে একটি সুস্থ, সচেতন ও দায়বদ্ধ আগামী বাংলাদেশ, যেখানে শিশুরা শুধু শিখছে না বরং পুরো সমাজকে শেখাচ্ছে।



শিক্ষকদের পেশাগত উন্নয়নে প্রতিফলনমূলক শিখন

মোঃ ইসমাইল
ইন্ট্রাক্টর (কৃষি), পিটিআই নাটোর

মানসম্মত শিক্ষা বাস্তবায়নে প্রয়োজন পেশাদার শিক্ষক। পেশাদার শিক্ষক হওয়ার জন্য প্রয়োজন পেশাগত দক্ষতার উন্নয়ন। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণের পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নের জন্য উপায়গুলোর মধ্যে রয়েছে-প্রশিক্ষণ প্রদান, মেন্টরিং, একাডেমিক সুপারভিশন, আত্মমূল্যায়ন, অধ্যয়ন প্রভৃতি। তবে এর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ একটি উপায় হলো প্রতিফলনমূলক শিখন চর্চা। নির্দিষ্ট প্রক্রিয়া অনুসরণের মাধ্যমে আত্ম-মূল্যায়নকে প্রতিফলনমূলক শিখন বলে। একজন শিক্ষক একটি ক্লাস পরিচালনাকালীন সময়ে এবং ক্লাস সম্পাদন করার পর ঐ ক্লাসের উপর প্রতিফলনমূলক আত্ম-পর্যালোচনা করেন বা আত্ম-মূল্যায়ন করেন। আর এই আত্ম-মূল্যায়নের মাধ্যমে তার উপস্থাপিত ক্লাসের দুর্বলতা বা ত্রুটি চিহ্নিত করে পরবর্তী ক্লাসের উন্নয়ন ঘটানোর চেষ্টা করেন। এর মাধ্যমে শিক্ষকের পেশাগত উন্নয়ন হয়।

সাধারণত রিফ্লেক্টিভ জার্নাল, লেসন স্টাডি, অ্যাকশন রিসার্চ, কেস স্টাডি প্রভৃতির মাধ্যমে শিক্ষকগণ প্রতিফলনমূলক শিখন চর্চা করতে পারেন। উল্লিখিত পদ্ধতিগুলোর মধ্যে রিফ্লেক্টিভ জার্নাল, অ্যাকশন রিসার্চ, কেস স্টাডি একজন শিক্ষক নিজে নিজেই করতে পারেন। লেসন স্টাডি সতীর্থ শিক্ষকদের সাথে যৌথভাবে সম্পাদন করে থাকেন। এই প্রতিফলনমূলক কার্যক্রমসমূহের মাধ্যমে যেহেতু একজন শিক্ষক নিজেই নিজের শ্রেণিকার্যক্রমের সবল দিক এবং উন্নয়নের দিক চিহ্নিত করেন, সেহেতু এক্ষেত্রে উন্নয়ন সহজতর ও ফলপ্রসূ হয়। নিয়মিত আত্মমূল্যায়নকারী শিক্ষক নিজেকে সর্বদা যেকোনো চ্যালেঞ্জ উত্তরণে প্রস্তুত করতে পারেন।

শিক্ষার্থীদের মানসম্মত শিখন নিশ্চিতকরণে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারেন। অন্য শিক্ষকগণের জন্য মেন্টর হিসেবে ভূমিকা রাখতে পারেন। শিক্ষক প্রতিফলনমূলক শিখন চর্চার মাধ্যমে আত্মবিশ্বাসী হয়ে ওঠেন এবং তার কাজ করার স্পৃহা বৃদ্ধি পায়। এর মাধ্যমে শিখন শেখানো কার্যক্রমের মান নিশ্চিত হওয়ার পাশাপাশি শিক্ষক আত্মতৃপ্তি লাভ করেন। সর্বোপরি এর ফলশ্রুতিতে মানসম্মত শিক্ষা অর্জন ত্বরান্বিত হয়। আমাদের শিক্ষকগণের প্রতিফলনমূলক শিখন অনুশীলনের জন্য অনেকের ক্ষেত্রে কিছু অসুবিধা পরিলক্ষিত হয়। সেগুলো হলো- ইতিবাচক মানসিকতার ঘাটতি, দায়িত্ব সচেতনতার অভাব, নিজের দুর্বলতা প্রকাশে অনীহা, অর্থ ও শ্রম সাপেক্ষ, পারস্পারিক সহযোগিতামূলক সম্পর্কের অভাব, পরামর্শ গ্রহণে উদার মানসিকতা লালন না করা ইত্যাদি। তবে এগুলো খুব বড় ধরনের প্রতিবন্ধকতা নয়। আমাদের শিক্ষকগণ সহজেই এই প্রতিবন্ধকতাসমূহ কাটিয়ে উঠতে পারেন। প্রতিফলনমূলক শিখন চর্চার জন্য পরিলক্ষিত হওয়া এই অসুবিধাসমূহ উত্তরণের উপায়-আত্মসচেতনতা বৃদ্ধি, দায়বদ্ধতার অনুভূতি, অধ্যয়ন, ইতিবাচক চিন্তা ভাবনা লালন করা, সহকর্মীদের সাথে পারস্পারিক সহযোগিতার সম্পর্ক গড়ে তোলা, প্রাতিষ্ঠানিক সহযোগিতা, মেন্টরদের সহযোগিতা গ্রহণ ইত্যাদি। সর্বোপরি শিক্ষকগণ যদি তাদের পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নের জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হন তাহলে সকল প্রতিবন্ধকতা কাটিয়ে পেশাগত উন্নয়নে সক্ষম হবেন।

পরিশেষে, শিক্ষকদের পেশাগত আত্মোন্নয়নে প্রতিফলনমূলক শিখন সবচেয়ে কার্যকর ও অর্থবহ পদ্ধতি। যেহেতু প্রত্যেক শিক্ষকের চ্যালেঞ্জ ভিন্ন, তাই নিজস্ব সচেতনতা ও ধারাবাহিক প্রতিফলনমূলক চর্চার মাধ্যমেই ব্যক্তিগত দক্ষতার কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন ঘটানো সম্ভব।





প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের মনোযোগী করতে শিক্ষকের ভূমিকা

মুহাম্মাদ ফেরদাউস

পরীক্ষণ বিদ্যালয়ের শিক্ষক, নাটোর পিটিআই

প্রাথমিক শিক্ষা হলো শিশুর ভবিষ্যতের ভিত্তি। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (BBS) ২০২৩ সালের প্রতিবেদন অনুযায়ী, দেশে প্রাথমিক শিক্ষার নিট উপস্থিতির হার ৯৭.৮% হলেও শিখনফলের হার মাত্র ৬৫%। জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (NCTB) এর গবেষণায় দেখা গেছে, শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের গড় মনোযোগের সময়কাল মাত্র ১৫-২০ মিনিট। অথচ বাংলাদেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের ৪২% কর্মসময় ব্যয় হয় অশিক্ষণমূলক কাজে (এমইসি রিপোর্ট, ২০২৪)। এমন চ্যালেঞ্জিং পরিস্থিতিতেও কিছু কৌশল প্রয়োগ করে শিক্ষার্থীদের মনোযোগ বাড়ানো সম্ভব।

শিখন প্রক্রিয়াকে আকর্ষণীয় করা : ইউনেস্কোর গ্লোবাল এডুকেশন মনিটরিং (GEM) রিপোর্ট ২০২৩ অনুযায়ী, ইন্টারেক্টিভ পদ্ধতিতে পাঠদান করলে শিশুদের শিখন দক্ষতা ৪০% বৃদ্ধি পায়; যার অন্যতম কার্যকর পদ্ধতি হলো 'Word Bingo'-এর মতো গল্প ও খেলার মাধ্যমে ইংরেজি শব্দভান্ডার শেখানো, গণিতে ভগ্নাংশ বোঝাতে কলা বা কমলার মতো প্রকৃত উদাহরণ ব্যবহার এবং দলগতভাবে গণিত সমাধান বা প্রজেক্ট উপস্থাপন করা, কারণ ব্র্যাক শিক্ষা কর্মসূচির তথ্য মতে দলগত কাজে অংশগ্রহণে শিশুদের সক্রিয়তা ৫৮% বৃদ্ধি পায়।



শ্রেণিকক্ষের পরিবেশ উন্নয়ন : প্রাথমিক ও গণশিক্ষা অধিদপ্তরের (DPE) ২০২৩ সালের সমীক্ষা অনুযায়ী, শিখন উপকরণ সমৃদ্ধ শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ ৭৫% বৃদ্ধি পায়। এটি অর্জনের সহজ পদ্ধতিগুলো হলো: বর্ণমালা, সংখ্যা ও মানচিত্র দিয়ে রঙিন দেয়াল সজ্জা; সেরা কাজ প্রদর্শনের জন্য শিখন কোণ বা বিশেষ বোর্ড এবং পরিবেশ শিক্ষার হাতে-কলমে অভিজ্ঞতায় গাছের চারা রোপণ।

প্রযুক্তির সীমিত ব্যবহার : বাংলাদেশে অনেক সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ইন্টারনেট সুবিধার সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও উপবৃত্তির তথ্য এন্ট্রিসহ বিভিন্ন কাজে এর প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। এক্ষেত্রে ডিজিটাল প্রযুক্তির কার্যকর ব্যবহারে শিক্ষক নিজের ফোনে অডিও-ভিডিও লেকচার তৈরি করতে পারেন এবং সপ্তাহে অন্তত একদিন প্রজেক্টরের মাধ্যমে শিক্ষণীয় ভিডিও প্রদর্শন করে পাঠদানকে আরও ফলপ্রসূ করতে পারেন।

শিক্ষক-শিক্ষার্থী সম্পর্ক : জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমির (NAPE) গবেষণা মতে, শিক্ষকের ইতিবাচক আচরণে শিক্ষার্থীদের শিখন দক্ষতা ৩৫% বৃদ্ধি পায়, যা অর্জনে সতর্কতার সাথে প্রতিদিন প্রতিটি শিশুর সঙ্গে ৫ মিনিট ব্যক্তিগত আলোচনা ও তাদের সাড়া পর্যালোচনা করা প্রয়োজন। এছাড়া নিয়মিত অভিভাবক সমাবেশের মাধ্যমে প্রাপ্ত মতামতে পরবর্তী কার্যক্রম সাজানো এবং সাপ্তাহিক বা মাসিক ভিত্তিতে 'অনুকরণীয় শিক্ষার্থী' নির্বাচন করে পুরস্কার বা স্বীকৃতির ব্যবস্থা করলে শিক্ষার্থীরা বিশেষভাবে উৎসাহিত হয়।

শেষে বলা যায়, ২০২৩ সালের টিআইবি রিপোর্ট অনুযায়ী, প্রশাসনিক চাপে বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষকরা ৩২% শিক্ষণ সময় হারাতেও ছোট ছোট উদ্ভাবনী প্রচেষ্টা শ্রেণিকক্ষে বড় পরিবর্তন আনতে পারে: যেমনটি রংপুরের একটি স্কুলে শিখন উপকরণ ও গেমভিত্তিক পাঠদান চালু করে দুই বছরে পাসের হার ২২% বৃদ্ধি পেয়েছে। তাই সরকারি সহায়তার পাশাপাশি শিক্ষকদের সৃজনশীলতা, সক্রিয়তা ও উদ্যমই পারে প্রাথমিক শিক্ষাকে গতিশীল করে শিক্ষার্থীদের উন্নত নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে।

তথ্যসূত্র:

১. বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (BBS) রিপোর্ট, ২০২৩
২. প্রাথমিক ও গণশিক্ষা অধিদপ্তর (DPE) বার্ষিক প্রতিবেদন
৩. UNESCO GEM রিপোর্ট ২০২৩



বিদ্যালয়ের শিশুদের জন্য পাঠ্যভ্যাসের গুরুত্ব এবং বিদ্যালয়ে পাঠ্যভ্যাস গড়ে তোলার উপায়

মোঃ আবু তাহের

ইন্সট্রাক্টর, উপজেলা প্রাইমারি এডুকেশন ট্রেনিং সেন্টার, চারঘাট, রাজশাহী

পঠন দক্ষতা হলো এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ গুণ, যা একজন শিশু তার প্রাথমিক বিদ্যালয় জীবনে অর্জন করতে পারে। এটি শুধু ভাষার একটি দক্ষতা বা টুলই নয় বরং তা একাডেমিক সাফল্যের ভিত্তি যা শিশুর কল্পনা, জ্ঞান ও সাফল্যের দরজা খুলে দেয়। শক্তিশালী পঠন দক্ষতা শিক্ষার্থীদের নির্দেশাবলি বুঝতে, তথ্য বিশ্লেষণ করতে এবং বিভিন্ন শ্রেণীপটে কার্যকরভাবে যোগাযোগ করতে সক্ষম করে। পঠন দক্ষতা ও পাঠ্যভ্যাস অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। শিশুর মধ্যে পঠন দক্ষতা বিকশিত হলে সে পড়ার প্রতি আগ্রহী ও কৌতুহলী হয়ে ওঠে। নিয়মিত পাঠ্যপুস্তক, গল্প, কবিতা, সাময়িকী, খবরের কাগজ ইত্যাদি পড়ার মাধ্যমে তার মধ্যে ধীরে ধীরে পাঠ্যভ্যাস গড়ে ওঠে। প্রাথমিক স্তর থেকেই যদি শিশুর মধ্যে পাঠ্যভ্যাস গড়ে তোলা যায় তাহলে তা শিশুকে জীবনব্যাপী শিখনে উৎসাহিত করে তোলে।

পাঠ্যভ্যাস কেন গুরুত্বপূর্ণ

পঠনের মাধ্যমে শিশুরা নতুন শব্দ, ব্যাকরণ ও বাক্য গঠনের নিয়ম শিখে তাদের শব্দভান্ডার ও যোগাযোগ দক্ষতা সমৃদ্ধ করে এবং পাঠে নিব্বিষ্ট থাকার ফলে তাদের মনোযোগ, একাত্মতা ও ধৈর্য বৃদ্ধি পায়। এটি শিশুদের কল্পনাক্রিয় ও সৃজনশীলতাকে শাণিত করার পাশাপাশি বিশ্বজগতের বিভিন্ন সংস্কৃতি, বিজ্ঞান ও বিষয় সম্পর্কে তাদের বোধশক্তি উন্নত করে। নিয়মিত পাঠ্যভ্যাস শিশুদের স্বনির্ভর ও আত্মবিশ্বাসী শিক্ষার্থী হিসেবে গড়ে তোলে, যার ফলে তারা নির্দেশাবলি ও তথ্য বিশ্লেষণে পারদর্শী হয়ে সকল একাডেমিক বিষয়ে ভালো ফলাফল অর্জন করতে পারে। এছাড়া বই পড়ার মাধ্যমে শিশুরা নানা আবেগ ও পারস্পরিক সম্পর্ক বুঝতে শেখে, যা তাদের মধ্যে সহানুভূতি ও আবেগিক বুদ্ধিমত্তা তৈরি করতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

বিদ্যালয়ে পাঠ্যভ্যাস গঠনের পরিবেশ সৃষ্টি

- **ভাষাগত দক্ষতা বৃদ্ধি:** পঠনের মাধ্যমে শিশুরা নতুন শব্দ শেখে, ব্যাকরণের জ্ঞান অর্জন করে এবং বাক্য গঠনের নিয়ম শেখে। এটি তাদের শব্দভান্ডার সমৃদ্ধ করে এবং যোগাযোগ আরো স্পষ্ট ও কার্যকর করে তোলে।
- **মনোযোগ ও একাত্মতা বাড়ায়:** শিশু যখন পড়ে, তখন তাকে পাঠে মনোযোগ দিতে হয়। এটি তাদের ধৈর্য ও মনোযোগের পরিসর বাড়তে সাহায্য করে, যা সব বিষয়ের শেখার জন্য গুরুত্বপূর্ণ।
- **কল্পনাক্রিয় ও সৃজনশীলতা বাড়ায়:** গল্পের বই শিশুদের ভিন্ন জগতে নিয়ে যায়। তারা গল্পের চরিত্র, স্থান ও ঘটনাগুলো কল্পনা করে, যা তাদের আরো সৃজনশীল ও মুক্তমনস্ক করে তোলে।
- **জ্ঞান ও বোধশক্তি বাড়ায়:** পাঠের মাধ্যমে শিশুরা মানুষ, সংস্কৃতি, প্রাণী, বিজ্ঞান এবং বিশ্বজগতের আরো অনেক কিছু সম্পর্কে জানতে পারে। এটি তাদের চারপাশের পৃথিবীকে বুঝতে সহায়তা করে।
- **স্বনির্ভরভাবে শেখার ক্ষমতা তৈরি করে:** পাঠ্যভ্যাস শিশুদের শেখার প্রতি ভালোবাসা জাগায় এবং তাদের স্বাধীন পাঠক হতে উৎসাহিত করে, যারা নিজেসই পড়ে জ্ঞান অর্জন করতে সক্ষম। যারা নিয়মিত পড়ে, তারা নিজের প্রশ্নের উত্তর খুঁজে নিতে ও নতুন ধারণা জানতে পারে। এতে তারা আত্মবিশ্বাসী ও স্বশিক্ষিত হয়ে ওঠে।
- **একাডেমিক ফলাফল উন্নত করে:** শক্তিশালী পঠন দক্ষতা সম্পন্ন শিক্ষার্থীরা সকল বিষয়েই ভালো ফলাফল করে, কারণ তারা নির্দেশাবলি বুঝতে পারে, তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারে এবং কার্যকরভাবে সমস্যা সমাধান করতে পারে।
- **আবেগিক দক্ষতা গড়ে তোলে:** বই শিশুকে আবেগ, পারস্পরিক সম্পর্ক ও নানা পরিস্থিতি বুঝতে সাহায্য করে। এতে সহানুভূতি ও আবেগিক বুদ্ধিমত্তা তৈরি হয়।

বিদ্যালয়ে পাঠ্যভ্যাস গঠনে যা করা যায়

- **পাঠাগার/ পড়ার স্থান নির্ধারণ:** বিদ্যালয়ের ভৌত অবস্থা (যেমন: ভবন ও কক্ষের সংখ্যা) বিবেচনা করে শিশুদের জন্য পাঠাগারের ব্যবস্থা করা। পাঠাগারের ব্যবস্থা করা না গেলে শ্রেণিকক্ষে পড়ার কন্যার তৈরি করা।
- **আকর্ষণীয় পাঠ্য উপকরণ প্রদান:** বয়স ও শ্রেণি উপযোগী, ছবি ও গল্পসমৃদ্ধ আকর্ষণীয় বই ব্যবহার করা। স্থানীয় ভাষা ও সংস্কৃতির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ গল্প বা কবিতার বই অন্তর্ভুক্ত করা।
- **নিয়মিত পাঠের সময় নির্ধারণ:** প্রতিদিন পড়ার জন্য 'পাঠঘণ্টা' বা 'নিরব পাঠ সময়' রাখা যেতে পারে। এতে শিশুদের নিয়মিত পাঠ্যভ্যাস গড়ে উঠবে।
- **পঠন প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার:** পঠিত বইয়ের ভিত্তিতে কুইজ বা ছোট গল্প বলার প্রতিযোগিতা আয়োজন। নিয়মিত পাঠ করা শিশুদের ছোট পুরস্কার বা প্রশংসাপত্র দিয়ে উৎসাহিত করা।
- **শিক্ষকের রোল মডেল হওয়া:** শিক্ষক নিজেও শিশুদের সামনে বই পড়বেন এবং তা নিয়ে আলোচনা করবেন। শিক্ষককে পড়তে দেখলে শিশুরাও বই পড়তে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত হবে।
- **পাঠ-পরবর্তী আলোচনার সুযোগ তৈরি:** শিশুদের পড়া বই সম্পর্কে মতামত, অনুভূতি বা গল্পের সারাংশ বলার সুযোগ দিন। এতে তারা মনোযোগ দিয়ে পড়ে ও নিজের ভাষায় প্রকাশ করতে শেখে।
- **অভিভাবকদের সম্পৃক্ততা:** অভিভাবকদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ করে বাসায় শিশুদের পাঠ্যভ্যাস গঠনের বিষয়ে সহযোগিতা নেওয়া, বাসায় নির্দিষ্ট একটি পাঠকোণ তৈরি করতে পরামর্শ দেওয়া।
- **বহুমাত্রিক ব্যবহার:** অডিও বই, শিশুদের জন্য উপযোগী এনিমেশন, গল্প বলার অনুষ্ঠান ইত্যাদি ব্যবহার করে পাঠকে আকর্ষণীয় করা যায়।
- **সহপাঠী পাঠচক্র গঠন:** কয়েকজন শিক্ষার্থীর একটি পাঠচক্র করে বই পড়া ও আলোচনা করা যেতে পারে।
- **ইচ্ছামতো বই নির্বাচন করার সুযোগ:** শিশুদের পছন্দ অনুযায়ী বই নির্বাচন করতে দেওয়া। এতে শিশুদের আগ্রহ ও উৎসাহ বাড়ে।
- **শিশুদের বই তৈরি:** শিশুদের নিজেদের গল্পের বই তৈরি করতে দেওয়া। যা তাদের আঁকা ছবি এবং সহজ বাক্য দিয়ে রচিত।
- **পিয়র রিডিং:** বড় শিশুকে তার নিচের শ্রেণির শিশুর সঙ্গে নিয়মিত পড়াশোনার কাজে যুক্ত করা।
- **ফ্রুদে লাইব্রেরিয়ান:** বই আদান প্রদানের জন্য শিশুদের কাজে লাগানো। এজন্য পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন শ্রেণির শিশুদের দায়িত্ব দেওয়া।

শিশুদের ভবিষ্যৎ গঠনের জন্য প্রাথমিক স্তরে পঠন দক্ষতা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আর এই দক্ষতা গড়ে ওঠে নিয়মিত পাঠ্যভ্যাসের মাধ্যমে। তাই শিক্ষক, অভিভাবক ও সমাজের দায়িত্ব হলো শিশুদের মধ্যে পাঠের প্রতি ভালোবাসা সৃষ্টি করা এবং পাঠ্যভ্যাস গড়ে তুলতে সহায়তা করা। পাঠই শিশুদের সাফল্যের চাবিকাঠি। পাওলো ফ্রেইরী বলেছিলেন, “শব্দ পড়া শুধুমাত্র পড়া নয়, এটি হলো বিশ্ব পড়া”।

শৈশবের ছায়াতলে নেতৃত্বের পাঠ

মোঃ মানিক হোসেন

সহকারী শিক্ষক, খলিশাটোলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, নোয়াখালী সদর, নোয়াখালী

দেখি, শূন্য, স্মৃতিতে জমা রাখি আগামী প্রজন্মের জন্য। বিশ্বাস রাখি শুকনো ডালের ঘর্ষণে আগুন জ্বলবেই। দীর্ঘ এক যুগেরও বেশি সময় শিক্ষকতা পেশায় নিয়োজিত থাকার সুবাদে অভিজ্ঞতার বুলিতে জমা হয়েছে অসংখ্য গল্প। আর নশ্বর জীবনের সব গল্পরাই শুধু হয়ে থাকে অবিনশ্বর। যে গল্পে চোখ শীতল হবে, হৃদয় তৃপ্ত হবে, অন্তর প্রশান্ত হবে।

আমার সরল সৌন্দর্যতীয়াসী মন সময়ের সুড়ঙ্গ ধরে সুদূর অতীতে ফিরে যেতে চায় লীলায় বা অবলীলায়। যেখানে থরে থরে সাজানো আছে কচিকাচার স্মৃতিকথা, যা আমার দেহের দুয়ারে নয়, আত্মার গহীনে রেখেছে গভীর নিবেদন। আমার আত্মার গহীনে স্মৃতিগুলো আমাকে জানান দেয় যে অবচেতনেরও অবচেতনে তারা আমার খুবই প্রিয়। প্রিয় মানুষ, প্রিয় মুখ, প্রিয় মুহূর্ত, প্রিয় ছবি, প্রিয় জিনিসের প্রতি আমার দুর্বীর আকর্ষণ। একজন স্মৃতিকাতর মানুষ হিসাবে এই জিনিসগুলো আমার অন্তরেও আনন্দের এক অপূর্ব হিল্লোল বয়ে নিয়ে চলে। শিশু মনের আকৃতি, তাদের মুখের বচন, চলার ধরন, কাজের প্রকৃতি, চিন্তাজগতের গঠন ও অন্তর্নিহিত ধারণা আমাকে ভাবায়, আন্দোলিত করে। তন্মধ্যে শিশু বয়সে নেতৃত্বের গুণ আমার উপলব্ধির সূচনাবিন্দু।

শৈশব এক উজ্জ্বল সকালের নাম। শিশুর মন যেন কচিপাতা। এই কচিপাতার ভাঁজে ভাঁজে লুকিয়ে থাকে জীবনীশক্তি নামক অপার সম্ভাবনার আলো। সেই আলোর মাঝে একটিই দীপ্ত রেখা নেতৃত্ব। পৃথিবীর কঠিন কাজগুলোর মধ্যে একটি হলো নেতৃত্ব দেওয়া। নেতৃত্ব দিতে সাহস ও আত্মবিশ্বাস থাকতে হয়। নেতৃত্ব মানে প্রভাবিত করা, এগিয়ে চলা এবং অন্যকে পথ দেখানো।

আন্তর্জাতিক নেতৃত্ব বিশেষজ্ঞ জন ম্যাক্সওয়েল-এর ভাষায়, Leadership is not about titles, it is about influencing others. নেতৃত্ব বয়সের নয়, মনে ধারণ করা গুণের বিষয়। আর শৈশব নেতৃত্ব হলো সেই দীপ্ত প্রদীপ, যা নিজে জ্বলে আর অন্যকে পথ দেখায়। শৈশব নেতৃত্ব কোনো বড় মঞ্চে জন্ম নেয় না; বরং তা জন্ম নেয় বিদ্যালয়ের উঠোনে, শ্রেণিকক্ষে সকাল বেলায় সমাবেশে, বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিতে, স্কুল পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন অভিযানে, খেলাধুলায় দল নেতৃত্ব, সমাজসেবামূলক কাজে, দেয়ালপত্রিকা প্রকাশ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজনে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের প্রতিদিনকার কর্মকাণ্ডে সততা, সাহসিকতা ও দায়িত্ববোধের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীদের নেতৃত্ব গুণ ধীরে ধীরে মহীরুহে পরিণত হয়। শৈশব নেতৃত্বের প্রতি বিমুগ্ধ হয়ে জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম লিখেছেন “বিস্ময় আমি বিস্ময়, আমি শিশির, আমি শিশুগণ আমি ভোরের কিশোর-বেলায় নব উজ্জ্বল জীবন।”

নেতৃত্ব মানে শুধু বড়দের হাতে ক্ষমতার বাটন নয়, ছোট হাতেও লুকিয়ে থাকে নেতৃত্বের দীপ্তি। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিশুরা যখন ছোট ছোট উদ্যোগে নেতৃত্ব দেখায়, তখন হয়ে উঠে ভবিষ্যৎ নেতৃত্বের প্রথম পাঠ। পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থী কাজলী আক্তার, প্রাত্যহিক সমাবেশে তার নেতৃত্বগুণ দেখে আমি বিমোহিত। তার দরদপূর্ণ কণ্ঠ শিক্ষার্থীরা শুনতে পায়। সে যখন বলে, “বন্ধুরা, জাতীয় সংগীত শুরু হতে যাচ্ছে, সবাই চুপ করো।” তার কথায় সহপাঠীরা সাড়া দেয় এটাই তো নেতৃত্বের স্বপ্নবিজ। সে যখন দেখে তার সহপাঠীরা জাতীয় সংগীতের জন্য লাইনে ঠিকঠাক দাঁড়ানি, তখন সে মুচকি হেসে স্মরণ করিয়ে দেয়, “চলো সবাই ঠিক হয়ে দাঁড়াই, এটা তো আমাদের সম্মানের গান।”

চতুর্থ শ্রেণির শিক্ষার্থী ছিল মুরাদ, স্বভাবে শান্ত ও সৌম্য। দেখে বোঝার উপায় ছিল না তার ভিতর রয়েছে নেতৃত্বের স্ক্লেঞ্জ। সমুদ্রের প্রশান্ত জলরাশির মধ্যে যেমন লুকিয়ে থাকে সুনামি। প্রয়োজন হয় একটা মৃদু ভূমিকম্পের; অরণ্যের সুশীতল ছায়ার মাঝে যেমন ঘুমিয়ে আছে দাবানলের শক্তি, দরকার হয় একটা দিয়াশলাই। মুরাদ ছেলেটাকে আমি পেয়েছিলাম তেমনই। কোনো এক পড়ন্ত দুপুরে তাকে অফিসে নিয়ে অনুপ্রাণিত করেছিলাম, বুঝিয়েছিলাম দায়িত্ব নেওয়া, নেতৃত্ব দেওয়ার গুরুত্ব সম্পর্কে। তাকে শুধালাম, “কলমে যতই কালি থাকুক, যদি তার নিব ভেঙ্গে যায় তবে সে নতুন গল্প লিখতে পারে না। জীবনটাও একই রকম। যদি আত্মবিশ্বাস হারিয়ে যায়, তবে প্রতিভা যতই থাকুক, কোনো কাজে আসে না।” সেদিন তাকে অনুপ্রাণিত করেছিলাম আত্মবিশ্বাসী, ন্যায্যবোধসম্পন্ন ও মানবিক মানুষ হওয়ার জন্য। তার প্রতিফলন দেখতে পেয়েছি কয়েক মাস পরবর্তী একটি কার্যক্রমে। তখন আমার হৃদয়ের অন্দরমহলে একটি কথাই প্রতিধ্বনিত হয়েছিল “আরম্ভেরও আরম্ভ আছে।” দেয়াল পত্রিকা উৎসব উপলক্ষ্যে চতুর্থ শ্রেণির শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণের জন্য আহবান করেছিলাম। দু-একজন সাড়া দিলেও অনেকেই দ্বিধাশ্রিত ছিল, তখন মুরাদ তার স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্যকে পাশ কাটিয়ে সাহস করে বলল, “আমরা যদি গল্প-ছড়া না লিখি, তাহলে দেয়ালপত্রিকায় কে লিখবে?” তার ডাকে সাড়া দিল পুরো ক্লাস। সে হয়ে উঠল নেতৃত্বের এক অনন্য মুখ। সেই থেকে তার কবিতা লেখার হাতেখড়ি।



সে আমাদের বিদ্যালয়ে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশোনা করেছিল। বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে সে নিজের লেখা কবিতা পাঠ করত। কথায় তার মধু ছিল, কণ্ঠে ছিল সুর। সে সুরে মোহিত হত শিক্ষক ও ভক্তকুল। জেএসসি সমাপনী পরীক্ষা ও বিদ্যা উপলক্ষ্য অনুষ্ঠানে সে সকল শিক্ষকদের বৈশিষ্ট্য ও অবদানকে বিবেচনায় নিয়ে একটি কবিতা লিখেছিল এবং পাঠ করে আমাদের গুণিয়েছিল।

বর্তমানে মুরাদ একজন কবি। তার কবিতার বই প্রকাশিত হওয়ার দিন আমাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিল। তখন হৃদয় সরোবরে সুখ তরঙ্গ যেন উথলে উঠলো এবং কৃতজ্ঞতার অশ্রু যেন মুক্তা বিন্দু হয়ে বারে পড়ল। হৃদয়ের সবটুকু আবেগে উত্তাপে কম্পিত হয়ে আমি বিড়বিড় করে আবৃত্তি করলাম- “ভবিষ্যতের লক্ষ আশা মোদের মাঝে সমুদ্রে, ঘুমিয়ে আছে শিশুর পিতা সব শিশুরই অন্তরে”।

চলমান

আফগান পোশাকে ও আচরণে যতটা মার্জিত, তার চেয়ে ঢের গুণ বেশি মার্জিত ও উদ্যমী সহপাঠ্যক্রমিক কার্যক্রমে। তৃতীয় শ্রেণির একজন শিক্ষার্থী হিসেবে সে তার কার্য দিয়ে তার বয়সকে অতিক্রম করেছে। প্রতিবছরের ন্যায় এ বছরও আমাদের বিদ্যালয় বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি হাতে নেয়। সেখানে প্রত্যেক শিক্ষক একটি করে গাছ রোপণ করে আর শিক্ষার্থীরা দলবদ্ধ হয়ে সেটা পর্যবেক্ষণ করে। আফগান সে দিন বলে উঠল, “বন্ধুরা! এসো, একসাথে কাজ করি।” সে দল গড়ে তোলে সেই মুহূর্তেই



সে হয়ে ওঠে ক্ষুদ্র অথচ গর্বিত এক নেতা। সে হয়ে ওঠে শিক্ষার্থীদের কাছে পথচলার আলোকমিনার। আর আমি, আদম, তখন সত্যতা খুঁজে পাই “কাহলিল জিবরানের” সেই বিখ্যাত কবিতার চরণে “তোমার সন্তানেরা তোমার সন্তান নয়, তারা সময়ের সন্তান।”

প্রত্যেকটি দরজা খোলার জন্য একটি চাবি আছে, একইভাবে প্রত্যেকটি হৃদয় জয় করার জন্য একটি পন্থা আছে। সেদিন আফগানও তার শৈশব নেতৃত্বগুণে শিক্ষকদের মন জয় করেছিল।

শিক্ষক হিসেবে আমি শৃঙ্খলা ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকে শ্রেণিকার্যক্রমে অগ্রাধিকার দিয়ে থাকি। প্রতি বছরের শুরুতে আমি শ্রেণিশিক্ষক হিসেবে “ক্লাস ক্যাপ্টেন” নির্বাচন করি। আমি সিলেকশন নয়, বরং ইলেকশনকে নেতা নির্বাচনের জন্য উপযুক্ত পদ্ধতি মনে করি। এতে করে শিক্ষার্থীদের মত প্রকাশের স্বাধীনতা ও

নিজের পছন্দকৃত নেতা কর্তৃক শাসিত হওয়ার বাসনা পূরণ হয়। ‘ক্লাস ক্যাপ্টেন’ পদ প্রার্থীদের শ্রেণিকক্ষের সামনে এনে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য দিতে বলি। তাদেরকে ভোট দিলে তারা শ্রেণিকক্ষে কী কী সেবা প্রদান করবে? তাদেরকে ভোট দিয়ে ক্লাস ক্যাপ্টেন হিসেবে কেন নির্বাচিত করবে তাদের সহপাঠীরা, তা তুলে ধরে বক্তব্য দিতে উৎসাহ দিই।

কৌতূহলী মনের পাতা উল্টে দেখি, আমার জন্য অপেক্ষা করছে আর একটি বিস্ময়- নিয়াজ মারুফ। সে পঞ্চম শ্রেণির মেধাবী শিক্ষার্থী। সে সাবলীলভাবে বলতে লাগলো তাকে ‘ক্লাস ক্যাপ্টেন’ হিসেবে শ্রেণিকক্ষে কেন দরকার? সে তার সহপাঠীদের উদ্দেশ্যে বক্তব্যের শুরুতে সম্বোধন করল, “বন্ধুরা, তোমরা আমার চোখের জলের মতিহার। তোমাদের কিছু দেব বলে চায় যে আমার মন, নাইবা তোমাদের থাকলো প্রয়োজন।” অতঃপর সে তার দায়িত্বের কথা উপস্থাপন করল। ছেলেটিকে দেখে আমার অন্দরমহলে এই বিশ্বাস জন্ম নিল। সে সহজাত নেতৃত্বগুণ নিয়ে পৃথিবীতে এসেছে। সৌভাগ্যের বিষয় হলো তার সহপাঠীরাও তাকেই ক্যাপ্টেন হিসেবে নির্বাচিত করলো। আমি তার নেতৃত্বে শাসনের মনোভাব নয়, বরং দেখেছি দায়িত্ববোধ আর সহমর্মিতার ছাপ। শিক্ষকের অনুপস্থিতিতে শ্রেণিকক্ষে শৃঙ্খলা বজায় রাখা, শ্রেণিকক্ষ পরিচ্ছন্নতা, সহপাঠীদের প্রতি সহমর্মিতা, সহপাঠীদের মধ্যে ঝগড়া মিটিয়ে দেওয়া, সহপাঠীদের সাথে বন্ধুর মতো আচরণ ইত্যাদি যেন নেতৃত্বের এক অনুশীলন।

নিব্বম রাত্রির অমানিশা জয় করে অগ্রগতির বর্তমান পেরিয়ে আশার ভবিষ্যতের দিকে ছুটে যাওয়া এক বালকের গল্প পঞ্চম শ্রেণির পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের মধ্যে সে একজন। দারিদ্র্যের সাথে লড়াই যেন তার নিয়তি। বিনয়, মান্যতা ও খেলাধুলায় তার জুড়ি মেলা ভার, কিন্তু পড়াশোনায় তার যত অনীহা। খেলার মাঠে তার ক্ষিপ্ততা, দৌড়ানোর গতি ও বল নিয়ন্ত্রণের কারিশমা দেখে আমি মুগ্ধ। তাকে দলনেতা করে আমাদের বিদ্যালয়ের ফুটবল টিম গঠন করা হলো। দলকে উজ্জীবিত করা ও নেতৃত্ব দেওয়ার সকল গুণাগুণ তার মধ্যে বিদ্যমান ছিল। তারই নেতৃত্বে আমাদের বিদ্যালয় উপজেলা পর্যায়ে চ্যাম্পিয়ন হয়। ছেলেটাকে দেখে আমার একটি কথাই মনে পড়ে “সমুদ্র না পাওয়া জলকণারাই মাটির খোরাক।”

এই পৃথিবীর পাছশালায়, আনাচে-কানাচে এমন অনেক মানুষ আছেন, যাদের জীবনের চিত্রনাট্যে ভাগ্য বিমাতাসুলভ আচরণ করেছে। ফুটবল খেলার পারদর্শিতা দেখে ছেলেটির প্রতি আমার ভালোবাসার নৌকা পাহাড় বাইয়া চলে।

দুই জোড়া বছর আগের কথা। পঞ্চম শ্রেণিতে প্রিয় শিক্ষার্থীদের অনুপ্রাণিত করার প্রয়াসে মুখ থেকে নিঃসৃত হলো “তোমরা ঐ ব্যক্তির মত হও, যার পা থাকে জমিনে আর তার উচ্চাকাঙ্ক্ষী মাথা থাকে সুরাইয়া তারকার চেয়েও উঁচুতে।”

সুরাইয়া সম্ভ্রান্ত পরিবারের এক রাজকন্যা, কে জানতো কথার এই লালিত্য তাকে ভাসাবে ভাবের তরঙ্গে, আবেগের উচ্ছ্বাসে। সেদিন থেকেই সে স্বপ্ন বুনেছিল ডাক্তার হওয়ার। আমি ও প্রধান শিক্ষক মহোদয় যখন ক্ষুদ্রে ডাক্তার টিম গঠন করার প্রয়াস চালাচ্ছিলাম, তখন আশার আলোকে উদ্দীপ্ত হয়ে চাঁদমুখ বদনটি আর্জি করছে, ক্ষুদ্রে ডাক্তার টিমের দলনেতা হতে চায়। নেতৃত্ব দেওয়ার এই বাসনা আমাকে শুধায় “টেকিশালে যদি মানিক পাই, তবে কেন পর্বতে যাই?” এভাবেই গঠন হলো ক্ষুদ্রে ডাক্তার টিম। মেয়েটিকে যখন গাউন পরিহিত অবস্থায় প্রত্যেক শ্রেণিতে কুমিনাশক ট্যাবলেট বিতরণ, শিক্ষার্থীদের দৈর্ঘ্য পরিমাপ ও ওজন পরিমাপে তার দলকে নেতৃত্ব দিতে দেখি, তখন আমার স্বপ্ন, কল্পনা ও চিনা-বাসনার বাগানে একটি কথাই প্রতিধ্বনিত হয় জীবন আকর্ষণ করে জীবনকে। বিদ্যালয়ের কোনো শিক্ষার্থী ইনজুরড হওয়া মাত্রই ফার্স্ট এইড বক্স নিয়ে সেবা দিতে যাওয়ার প্রাণান্তকর চেষ্টা আমাকে বারবার মনে করিয়ে দেয় নেতৃত্ব মানে সর্বাধিক দায়িত্বশীলতা।

শৈশব হলো নদীর প্রথম ঢেউ- ঢেউ হয়তো ছোট, কিন্তু তাতে থাকে সাগরের স্বপ্ন। বুবার কিংবা লেভিনাসের দর্শনও এই অকাট্য সত্যকে ভুল প্রমাণ করতে পারবে না বলে আমার বিশ্বাস। শৈশবই নেতৃত্বের সূতিকাগার আর শিক্ষার্থী ভবিষ্যতের আলোকবর্তিকা। নেতৃত্ব ও শিক্ষা একই সূত্রে গাঁথা। এ সম্পর্কে জন এফ. কেনেডি বলেছেন “Leadership and learning are indispensable to each other.” শিশুদের হাত ধরেই একদিন গড়ে উঠবে সমাজের নেতৃত্ব, মানবতার আলোয় উদ্ভাসিত হবে এই পৃথিবী।

আহা! সত্য প্রতিষ্ঠার কী অপূর্ব প্রতিতি।

প্রাথমিক শিক্ষকদের জন্য মৌলিক প্রশিক্ষণ (বিটিপিটি) পাইলটিং কার্যক্রম মনিটরিং প্রতিবেদন

সার-সংকলন: ভাষা অনুযায়ী, জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি

একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় এবং চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের উপযোগী স্মার্ট নাগরিক গড়ে তোলার লক্ষ্য সামনে রেখে বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থায় এক যুগান্তকারী পরিবর্তনের সূচনা হয়েছে। এই পরিবর্তনের অন্যতম প্রধান হাতিয়ার হলো ‘প্রাথমিক শিক্ষকদের জন্য মৌলিক প্রশিক্ষণ’ বা বিটিপিটি (Basic Training for Primary Teachers)। পূর্বতন ডিপিএড (DPED) কোর্সকে আন্তর্জাতিক মান ও যুগের চাহিদার আলোকে আমূল পরিমার্জন করে জুলাই ২০২৩ থেকে দেশের ১৫টি পিটিআই-তে পাইলটিং ভিত্তিতে এই প্রশিক্ষণ শুরু হয়। জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ), প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় পরিচালিত এই পাইলটিং কার্যক্রমটি প্রাথমিক শিক্ষকদের পেশাগত দক্ষতা ও পাঠদান পদ্ধতিতে এক ইতিবাচক বিপ্লব ঘটাতে সক্ষম হয়েছে। মনিটরিং এর সময়কাল ১৭ সেপ্টেম্বর থেকে ১২ অক্টোবর ২০২৩।

প্রশিক্ষণের কাঠামো ও দর্শনের নতুনত্ব

বিটিপিটি প্রশিক্ষণের মূল দর্শন হলো শিক্ষকদের কেবল তথ্যপ্রদানকারী বা বক্তা হিসেবে নয়, বরং শিখনের প্রকৃত সহায়তাকারী (Facilitator) হিসেবে গড়ে তোলা। এই প্রশিক্ষণের সবচেয়ে বড় বিশেষত্ব হলো এর ১০ মাস বা মোট ৩০০ দিনের সুদীর্ঘ ও সুশৃঙ্খল সময়কাল। সম্পূর্ণ প্রশিক্ষণটিকে তিনটি কৌশলগত ভাগে ভাগ করা হয়েছে। প্রথম ধাপে ১২০ দিন বা ৪ মাস প্রশিক্ষণার্থীরা পিটিআই-তে নিবিড় একাডেমিক সেশনে অংশগ্রহণ করেন। দ্বিতীয় ধাপে ৬০ দিন বা ২ মাস অর্জিত তাত্ত্বিক জ্ঞান সরাসরি প্রশিক্ষণ বিদ্যালয়ে শিশুদের পাঠদানের মাধ্যমে যাচাই করা হয়। সর্বশেষ ধাপে ১২০ দিন বা ৪ মাসের একটি দীর্ঘ ইন্টার্নশিপ পরিচালিত রাখা হয়েছে, যেখানে প্রশিক্ষণার্থীরা তাঁদের নিজ নিজ কর্মস্থলে ফিরে গিয়ে পূর্ণকালীন শিক্ষক হিসেবে অর্জিত দক্ষতার বাস্তব প্রয়োগ ঘটান। এই দীর্ঘমেয়াদি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া একজন শিক্ষককে আত্মবিশ্বাসী ও আধুনিক শিক্ষাদান কৌশলে পারদর্শী করে তোলে।

বিস্তারিত সিলেবাস ও মডিউলবিন্যাস

বিটিপিটির পাঠ্যক্রমটি অত্যন্ত আধুনিক এবং বৈজ্ঞানিক গবেষণার ভিত্তিতে ১৯টি উপমডিউলে বিভক্ত করা হয়েছে, যা প্রধানত ৪টি মডিউলে বিন্যস্ত। প্রথম মডিউলে রয়েছে ‘পেশাগত জ্ঞান’, যা শিক্ষার দর্শন, শিশু মনস্তত্ত্ব এবং শিখনের মূলনীতি নিয়ে কাজ করে। দ্বিতীয় মডিউলটি ‘বিষয়ভিত্তিক জ্ঞান ও পেডাগোজির ওপর গুরুত্ব দেয়, যেখানে বাংলা, ইংরেজি, গণিত, বিজ্ঞান ও সামাজিক বিজ্ঞানের আধুনিক শিখন কৌশলগুলো হাতে-কলমে শেখানো হয়। তৃতীয় মডিউলে রয়েছে ‘বিদ্যালয় ও শ্রেণিকক্ষ ব্যবস্থাপনা’, যার অন্তর্ভুক্ত বিষয় হলো অন্তর্ভুক্তমূলক শিক্ষা (Inclusive Education), আইসিটি ইন এডুকেশন এবং নেতৃত্ব। চতুর্থ মডিউলটি মূলত ‘সহ-পাঠ্যক্রমিক কার্যক্রম’ যেমন শারীরিক শিক্ষা, চারু ও কারুকলা, সংগীত এবং ফ্রিটাইম/কাবিং-এর ওপর জোর দেয়। এই সুবিন্যস্ত সিলেবাস একজন শিক্ষককে বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী করে গড়ে তুলতে সহায়তা করছে।

আধুনিক মূল্যায়ন পদ্ধতি ও নম্বর বিভাজন

বিটিপিটি প্রশিক্ষণের অন্যতম শ্রেষ্ঠ দিক হলো এর প্রগতিশীল মূল্যায়ন পদ্ধতি। এখানে প্রথাগত পরীক্ষার চাপ কমিয়ে শিখনকালীন বা ফরমেটিভ মূল্যায়নের ওপর সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। মোট ১০০০ নম্বরের মধ্যে ৭৫০ নম্বরই রাখা হয়েছে ফরমেটিভ মূল্যায়নের জন্য। এর মধ্যে ১২টি প্রধান বিষয়ের ওপর অ্যাসাইনমেন্টে ১২০ নম্বর, প্রতিদিনের শিখনের প্রতিফলনে রিফ্লেক্টিভ জার্নালে ৬০ নম্বর এবং শ্রেণিকক্ষের বাস্তব সমস্যা সমাধানে ‘অ্যাকশন রিসার্চ’-এ ৪০ নম্বর বরাদ্দ রয়েছে। এছাড়া প্রেজেন্টেশন, মাইক্রো-টিচিং এবং উপস্থিতির ওপর ভিত্তি করে বাকি নম্বর প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষণের শেষ পর্যায়ে লিখিত (২০০ নম্বর) এবং মৌখিক (৫০ নম্বর) পরীক্ষার মাধ্যমে ২৫০ নম্বরের সামেটিভ মূল্যায়ন সম্পন্ন হয়। এই মূল্যায়ন কাঠামো শিক্ষককে কেবল মুখস্থবিদ্যার ওপর নির্ভরশীল না করে সৃজনশীল ও গবেষণামূলক কাজে উদ্বুদ্ধ করে।

বিটিপিটি বাস্তবায়নের পথে বিদ্যমান চ্যালেঞ্জসমূহ

পাইলটিং কার্যক্রমটি অত্যন্ত সফল হলেও এর পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নের পথে বেশ কিছু নিবিড় চ্যালেঞ্জ পরিলক্ষিত হয়েছে, যা মনিটরিং প্রতিবেদনে উঠে এসেছে:

- জনবল সংকট: পাইলটিংভুক্ত ১৫টি পিটিআই-তে দেখা গেছে যে, প্রায় ৩৯ শতাংশ ইন্সট্রাক্টর পদ শূন্য রয়েছে। এই বিশাল শূন্য পদ নিয়ে প্রশিক্ষণের গুণগত মান এবং নিবিড় তদারকি বজায় রাখা অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়েছে।
- অবকাঠামোগত সীমাবদ্ধতা: অনেক পিটিআই-তে আধুনিক আইসিটি ল্যাব থাকলেও নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ এবং উচ্চগতির ইন্টারনেট সংযোগের অভাব রয়েছে। ফলে ডিজিটাল কন্টেন্ট বা ভিডিও টিউটোরিয়ালগুলো অনেক সময় সেশনে যথাযথভাবে ব্যবহার করা সম্ভব হয় না।
- সময়ের স্বল্পতা বনাম সিলেবাসের ব্যাপকতা: বিটিপিটি-র সিলেবাসটি অত্যন্ত সমৃদ্ধ হলেও নির্ধারিত সেশন সময়ের মধ্যে অনেক জটিল বিষয় বিস্তারিত আলোচনা করা চ্যালেঞ্জিং হয়ে দাঁড়ায়। বিশেষ করে হাতে-কলমে শিখনের ক্ষেত্রে সময়ের অভাব অনুভূত হয়।
- ডিজিটাল দক্ষতার অসমতা: প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষকদের সবার ডিজিটাল দক্ষতা সমান না হওয়ায় আইসিটিভিত্তিক মডিউলগুলো আয়ত্ত করতে কারো কারো ক্ষেত্রে অতিরিক্ত সময়ের প্রয়োজন হচ্ছে।
- বাজেট বরাদ্দ: সহ-পাঠ্যক্রমিক কার্যক্রম যেমন শিক্ষাসফর, সাংস্কৃতিক উৎসব বা বিশেষ দিবসের আয়োজনের জন্য সুনির্দিষ্ট ও পর্যাপ্ত বাজেট বরাদ্দের অভাব কার্যক্রমের গতিতে কিছুটা মন্থর করছে।

কার্যকর বাস্তবায়নে সুনির্দিষ্ট সুপারিশমালা

বিটিপিটি কার্যক্রমকে জাতীয় পর্যায়ে সফল করতে এবং এর গুণগত মান নিশ্চিত করতে নিম্নোক্ত সুপারিশসমূহ বিবেচনা করা প্রয়োজন:

- শূন্য পদে দ্রুত নিয়োগ: প্রশিক্ষণ কার্যক্রমকে বেগবান করতে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে প্রতিটি পিটিআই-তে শূন্য পদে দক্ষ ইন্সট্রাক্টর এবং টেকনিক্যাল স্টাফ নিয়োগ নিশ্চিত করতে হবে।
- স্মার্ট অবকাঠামো নির্মাণ: প্রতিটি শ্রেণিকক্ষকে স্মার্ট ক্লাসরুমে রূপান্তর করা এবং নিরবচ্ছিন্ন হাই-স্পিড ইন্টারনেট সংযোগ নিশ্চিত করা জরুরি। প্রতিটি প্রশিক্ষণার্থীর জন্য ল্যাপটপ বা ট্যাবের সুবিধা প্রদান করা যেতে পারে।
- কারিকুলাম ও সময়ের সমন্বয়: সেশনের গুরুত্ব বিবেচনা করে সময়ের বরাদ্দ বৃদ্ধি করা অথবা কিছু মডিউলকে আরও সংহত ও সহজবোধ্য করা প্রয়োজন। ডিজিটাল কন্টেন্টগুলোকে আরও ইউজার-ফ্রেন্ডলি এবং অফলাইন মোডে ব্যবহারের উপযোগী করতে হবে।
- সহ-পাঠ্যক্রমিক কার্যক্রমের জন্য পৃথক তহবিল: বিদ্যালয় এবং পিটিআই পর্যায়ে ডিবেট, লাইব্রেরি কার্যক্রম এবং কাবিং-এর মতো গুরুত্বপূর্ণ কাজের জন্য পৃথক ও স্বয়ংক্রিয় বাজেট বরাদ্দ নিশ্চিত করা।
- ধারাবাহিক মেন্টরিং: ইন্টার্নশিপ চলাকালে প্রশিক্ষণার্থীদের নিবিড় মেন্টরিং প্রদান করতে হবে। অভিজ্ঞ প্রধান শিক্ষক ও সহকারী উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তাদের এ বিষয়ে বিশেষ ওরিয়েন্টেশন প্রদান করা যেতে পারে।

পরিশেষে বলা যায়, বিটিপিটি পাইলটিং কার্যক্রম বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়নে একটি সফল উদ্যোগ হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে। এই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষকরা কেবল আধুনিক শিক্ষাদান পদ্ধতিই শিখছেন না, বরং শিশুদের প্রতি তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি ও পেশাদারিত্বের পরিবর্তনে প্রেষণা পাচ্ছেন। চিহ্নিত চ্যালেঞ্জগুলো কাটিয়ে উঠে ২০২৪ সাল থেকে দেশের সকল ৬৭টি পিটিআই-তে এই প্রশিক্ষণ সফলভাবে ছড়িয়ে দেওয়া গেলে স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে এবং একটি দক্ষ ও মেধাভিত্তিক জাতি গঠনে এটি এক অনবদ্য ভিত্তিপ্রস্তর হিসেবে কাজ করবে। আমাদের শিশুদের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য বিটিপিটি-র মতো সময়োপযোগী উদ্যোগের সফল বাস্তবায়ন এখন সময়ের দাবি।



জানুয়ারি-অক্টোবর ২০২৫ তারিখে প্রাথমিক শিক্ষকদের জন্য মৌলিক প্রশিক্ষণ-বিটিপিটি কোর্সের ৪র্থ ব্যাচের (ভার্চুয়াল) উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মোঃ সাখাওয়াৎ হোসেন, সচিব (ভারপ্রাপ্ত), প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়



গত ৩-৫ জানুয়ারি ২০২৫ তারিখে পিটিআই সুপারিনটেন্ডেন্টগণের অফিস ব্যবস্থাপনা এবং বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন বিষয়ক তিন দিনের কর্মশালার ভার্চুয়ালি উদ্বোধন করেন জনাব মোঃ সাখাওয়াৎ হোসেন, সচিব (ভারপ্রাপ্ত), প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়



জনাব আবু তাহের মোঃ মাসুদ রানা, সচিব হিসেবে গত ৮ জানুয়ারি ২০২৫-এ প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ে যোগদান করেছেন



গত ৮ জানুয়ারি ২০২৫ তারিখে সহকারী উপজেলা/থানা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার এবং সহকারী ইন্সট্রাক্টর (ইউআরসি/টিআরসি)-গণের ১মাসব্যাপী মৌলিক প্রশিক্ষণ-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে অনলাইনে সংযুক্ত ছিলেন জনাব মোঃ সাখাওয়াৎ হোসেন, সচিব (ভারপ্রাপ্ত), প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়



জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি-এর কর্মকর্তাগণের সাথে মতবিনিময় এবং সহকারী উপজেলা/থানা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার এবং সহকারী ইন্সট্রাক্টর (ইউআরসি/টিআরসি)-গণের মৌলিক প্রশিক্ষণ অধিবেশন পরিচালনা করেন অধ্যাপক ডাঃ বিধান রঞ্জন রায় পোদ্দার, মাননীয় উপদেষ্টা, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়



গত ১১ জানুয়ারি ২০২৫ তারিখে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপদেষ্টা অধ্যাপক ডাঃ বিধান রঞ্জন রায় পোদ্দার ময়মনসিংহে জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমিতে 'চতুর্থ প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি (পিইডিপি-৪) এর আওতায় কমিউনিকেশন এন্ড সোশ্যাল মোবাইলাইজেশন একশন প্ল্যান তৈরি বিষয়ক কর্মশালায়' প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন



গত ১৩ জানুয়ারি ২০২৫ তারিখে প্রস্তাবিত পঞ্চম প্রাইমারি এডুকেশন ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম (পিইডিপি-৫)-এর কনসালটেন্ট নিয়োগ সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনা ও পিইডিপি-৫ এর ডিপিপি চূড়ান্তকরণের লক্ষ্যে গৃহীত কার্যক্রমের অগ্রগতি সংক্রান্ত সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় উপদেষ্টা অধ্যাপক ডাঃ বিধান রঞ্জন রায় পোদ্দার



প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপদেষ্টা অধ্যাপক ডাঃ বিধান রঞ্জন রায় পোদ্দার গত ২৫ জানুয়ারি ২০২৫ চট্টগ্রামে হোটেল প্যানিনসুলাতে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর আয়োজিত Workshop on Designing for the Next Sector Program, PEDP-৫ এ প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন



গত ৩০ জানুয়ারি ২০২৫ তারিখে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের সম্মেলন কক্ষে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষক কল্যাণ ট্রাস্টের 'কল্যাণ ট্রাস্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম' এপ্লিকেশন সফটওয়্যারের সেবাসমূহ সোনালী ব্যাংক পিএলসি'র নিজস্ব সফটওয়্যার 'সোনালী গেটওয়ে'-এর মাধ্যমে আদায়ের নিমিত্তে চুক্তিপত্র স্বাক্ষর ও সফটওয়্যার লঞ্চিং কার্যক্রম অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন



প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপদেষ্টা অধ্যাপক ডাঃ বিধান রঞ্জন রায় পোদ্দার গত ৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের অডিটোরিয়ামে আন্তর্জাতিক শিক্ষা দিবস-২০২৫ উদযাপন উপলক্ষে 'কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও শিক্ষা: যান্ত্রিক স্বয়ংক্রিয়তার যুগে মানবসত্তা ও মানবিক ক্ষমতার স্বকীয়তা, সুরক্ষা এবং বিকাশ' শীর্ষক আলোচনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন



প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপদেষ্টা অধ্যাপক ডাঃ বিধান রঞ্জন রায় পোদ্দার গত ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ তারিখে 'প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর' ও 'রুম টু রিড বাংলাদেশ' আয়োজিত 'রিডিং কনফারেন্স-২০২৫' এ প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন



গত ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ তারিখে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপদেষ্টা অধ্যাপক ডাঃ বিধান রঞ্জন রায় পোদ্দার শহীদ পুলিশ স্মৃতি কলেজ মাঠে 'তারুণ্যের উৎসব' উপলক্ষে প্রাথমিক বিদ্যালয় গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট (বালক-বালিকা) ২০২৪-এর ঢাকা বিভাগীয় পর্যায়ের ফাইনাল খেলায় বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন



গত ২১ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ তারিখে প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (পিটিআই)-এ 'শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২৫' উদযাপন উপলক্ষ্যে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় আয়োজিত আলোচনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপদেষ্টা অধ্যাপক ডাঃ বিধান রঞ্জন রায় পোন্দার



প্রাথমিক শিক্ষা পদক ২০২৪ এর জন্য বিভাগীয় পর্যায়ে ১০টি ক্যাটাগরিতে চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত ৭৭ জনের অংশগ্রহণে গত ২৫-২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ তারিখ ৩দিনব্যাপী 'Sharing Success Story' বিষয়ক কর্মশালার উদ্বোধন (ভার্চুয়ালি) করেন জনাব আবু তাহের মোঃ মাসুদ রানা, সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়



প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপদেষ্টা অধ্যাপক ডাঃ বিধান রঞ্জন রায় পোন্দার গত ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ তারিখে বিআইসিসি-তে গণসাক্ষরতা অভিযান আয়োজিত 'শিক্ষার হালচাল ও আগামীর ভাবনা' শীর্ষক মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন



গত ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ তারিখে প্রাথমিক বিদ্যালয় গোন্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট (বালক-বালিকা) ২০২৪ এর ফাইনাল খেলার উদ্বোধন করেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় সচিব জনাব আবু তাহের মোঃ মাসুদ রানা



গত ৫ মার্চ ২০২৫ তারিখে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপদেষ্টা ও শিশু কল্যাণ ট্রাস্টি বোর্ড এর চেয়ারপার্সন হিসেবে বোর্ডের ৮৩ তম বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক ডাঃ বিধান রঞ্জন রায় পোন্দার



গত ৬ মার্চ ২০২৫ তারিখে ঢাকা পিটিআই-এ ঢাকা মহানগরীর প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নে মতবিনিময় সভায় (প্রথম পর্ব) প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক ডাঃ বিধান রঞ্জন রায় পোন্দার, মাননীয় উপদেষ্টা, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়



গত ১৩ এপ্রিল ২০২৫ তারিখে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের তথ্য ভান্ডার সংরক্ষণের জন্য 'সার্ভার স্টেশন' উদ্বোধন করেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা অধ্যাপক ডাঃ বিধান রঞ্জন রায় পোদ্দার



সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় নবনিযুক্ত প্রধান শিক্ষকগণের ১৫ দিনব্যাপী (১৬-৩০ এপ্রিল ২০২৫) ওরিয়েন্টেশন (১৪ ও ১৫তম ব্যাচ) প্রশিক্ষণ ২০২৫ তারিখে উদ্বোধন করেন জনাব আবু তাহের মোঃ মাসুদ রানা, সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়



গত ১০ মে ২০২৫ তারিখে ১৪টি ক্যাটাগরিতে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান পর্যায়ে প্রাথমিক শিক্ষা পদক ২০২৪ প্রাপ্তদের মাঝে উপস্থিত ছিলেন শিক্ষা উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. চৌধুরী রফিকুল আবরার, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা উপদেষ্টা অধ্যাপক ডাঃ বিধান রঞ্জন রায় পোদ্দার



প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপদেষ্টা অধ্যাপক ডাঃ বিধান রঞ্জন রায় পোদ্দার গত ১৪ মে ২০২৫ তারিখে বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষায় জাপান ইন্টারন্যাশনাল কোঅপারেশন এজেন্সীর (জাইকা) সহযোগিতার ২০ বছরপূর্তি এবং জাইকা সাপোর্ট প্রোগ্রাম-৩ এর সমাপ্তি উপলক্ষ্যে আয়োজিত সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তৃতা করেন



প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব আবু তাহের মোঃ মাসুদ রানা গত ১৯ মে ২০২৫ মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে 'তারুণ্যের উৎসব-২০২৫' এর কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন সংক্রান্ত বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন



গত ১৮ মে ২০২৫ তারিখে জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ) এর পরিচালনা পর্যদের ২য় সভা অনুষ্ঠিত হয়



গত ২৪ মে ২০২৫ তারিখে জনাব আবু তাহের মোঃ মাসুদ রানা, সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় সরকারি শারীরিক শিক্ষা কলেজ খেলার মাঠে প্রধান অতিথি হিসেবে 'প্রাথমিক শিক্ষা পদক প্রতিযোগিতা ২০২৫' এর উদ্বোধন করেন



গত ১ জুন ২০২৫ তারিখে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপদেষ্টা অধ্যাপক ডাঃ বিধান রঞ্জন রায় পোন্ডার ঢাকায় উত্তরাছ আজমপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে 'পাঁচটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দৃষ্টিনন্দন বহুতল নতুন ভবন' উদ্বোধন করেন



গত ৮ জুলাই ২০২৫ তারিখে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপদেষ্টা অধ্যাপক ডাঃ বিধান রঞ্জন রায় পোন্ডার 'বাড়ি থেকে বিদ্যালয়: প্রতিবন্ধী শিশুদের একীভূত শিক্ষায় অগ্রগতি' শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠকে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন



গত ৯ জুলাই ২০২৫ তারিখে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপদেষ্টা ডাঃ বিধান রঞ্জন রায় পোন্ডারের সাথে World Food Program (WFP) এর প্রতিনিধিবৃন্দ সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন



গত ২৭-২৮ জুন ২০২৫ তারিখে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ১০-২০তম গ্রেডের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের প্রশিক্ষণের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ড. আবু শাহীন মোঃ আসাদুজ্জামান, অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়



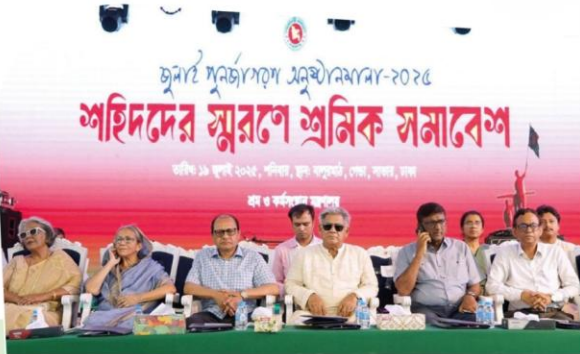
গত ২-৪ জুলাই ২০২৫ তারিখে প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগের মাঠ পর্যায়ের (বিভাগীয় উপপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা, সহকারী পরিচালক, জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার) কর্মকর্তাগণের অংশগ্রহণে ০৩ দিনব্যাপী workshop on sustainable primary education বিষয়ক কর্মশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে অনলাইন সংযুক্ত ছিলেন জনাব আবু তাহের মোঃ মাসুদ রানা, সচিব প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়



গত ১৩ জুলাই ২০২৫ তারিখে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপদেষ্টা অধ্যাপক ডাঃ বিধান রঞ্জন রায় পোদ্দার 'প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নে হবিগঞ্জ জেলার বিভিন্ন অংশীজনের সাথে মিলবাসী মতবিনিময় সভায়' প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন



গত ১৬ জুলাই ২০২৫ তারিখে 'প্রাথমিক স্তরের ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর চাকমা ও মারমা ভাষার পাঠ্যপুস্তকে বাংলা ভাষায় উচ্চারণ সংযোজন' শীর্ষক কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক ডাঃ বিধান রঞ্জন রায় পোদ্দার, মাননীয় উপদেষ্টা, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়



গত ১৯ জুলাই, ২০২৫ তারিখে 'জুলাই পুনর্জাগরণ অনুষ্ঠানমালা-২০২৫' শহিদদের স্মরণে শ্রমিক সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক ডাঃ বিধান রঞ্জন রায় পোদ্দার, মাননীয় উপদেষ্টা, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়



গত ২৮ জুলাই ২০২৫ তারিখে তাজমহল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, মোহাম্মদপুর-এ 'ঢাকা মহানগরী ও পূর্বাচলে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন ও অবকাঠামো উন্নয়নসহ দৃষ্টিভঙ্গনপনকরণ প্রকল্পের আওতায় ৮টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নতুন ভবন উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপদেষ্টা অধ্যাপক ডাঃ বিধান রঞ্জন রায় পোদ্দার



গত ৩০ জুলাই ২০২৫ তারিখে বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্রে আজ উদ্বোধন হলো ৬৭ পিটিআই এর প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য 'বইপড়া কর্মসূচি'-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপদেষ্টা অধ্যাপক ডাঃ বিধান রঞ্জন রায় পোদ্দার



গত ৪ আগস্ট ২০২৫ তারিখে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর আয়োজিত রংপুরে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ফিডিং কর্মসূচির রোল-আউট সেশনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপদেষ্টা অধ্যাপক ডাঃ বিধান রঞ্জন রায় পোদ্দার



জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি কর্তৃক আয়োজিত পিটিআই-এর সহকারী লাইব্রেরিয়ান/দায়িত্বপ্রাপ্ত ইন্সট্রাক্টরগণের 'বিদ্যালয় গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনা এবং পড়ার ঘণ্টা কার্যক্রম' বিষয়ক ২দিনব্যাপী (১ম ব্যাচ) প্রশিক্ষণের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব আবু তাহের মোঃ মাসুদ রানা, সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়



লিডারশীপ ট্রেনিং সেন্টার, কক্সবাজারে গত ১৩ আগস্ট ২০২৫ তারিখে 'প্রধান শিক্ষকগণের দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান'-এ প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপদেষ্টা অধ্যাপক ডাঃ বিধান রঞ্জন রায় পোদ্দার



গত ২০ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখে জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি কর্তৃক আয়োজিত পিটিআই ইন্সট্রাক্টরগণের পঠন শিখন বিষয়ক প্রশিক্ষণের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মোহাম্মদ আতিকুর রহমান, অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পিইডিপি৪), প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর



গত ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখে 'অভিভাবক নির্দেশিকা' জাতীয় পর্যায়ে শেয়ারিং কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে অনলাইনে সংযুক্ত ছিলেন অধ্যাপক ডাঃ বিধান রঞ্জন রায় পোদ্দার, মাননীয় উপদেষ্টা, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়



গত ১২ অক্টোবর, ২০২৫ তারিখে ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ প্রাঙ্গণে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপদেষ্টা অধ্যাপক ডাঃ বিধান রঞ্জন রায় পোদ্দার 'টাইফয়েড টিকাদান ক্যাম্পেইন ২০২৫' এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন



গত ১৯ অক্টোবর ২০২৫ তারিখ থেকে শুরু হয় বিটিপিটি সামষ্টিক মূল্যায়ন কার্যক্রম



গত ২৩ অক্টোবর ২০২৫ তারিখে প্রি-সার্ভিস এডুকেশনের খসড়া কন্টেন্ট চূড়ান্তকরণ বিষয়ক ৪ দিনব্যাপী কর্মশালার সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব আবু তাহের মোঃ মাসুদ রানা, সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়



গত ২৬ অক্টোবর ২০২৫ তারিখে ৩৪ ও ৩৫-তম ব্যাচের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্বোধন এবং দুইটি অধিবেশন পরিচালনা করেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপদেষ্টা অধ্যাপক ডাঃ বিধান রঞ্জন রায় পোদ্দার



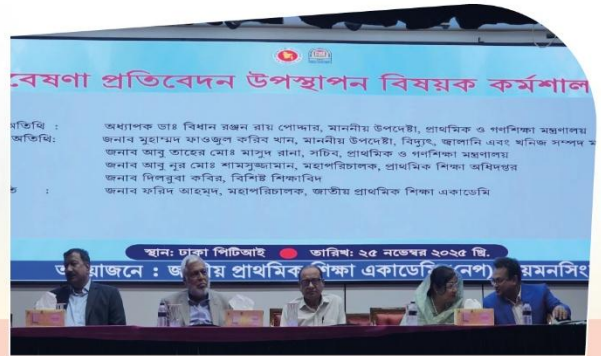
গত ২৮ অক্টোবর ২০২৫ তারিখ থেকে শুরু হয়েছে ৬৭টি পিটিআই-এ বিটিপিটি প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের ভাইভা পরীক্ষা



গত ১৫ নভেম্বর ২০২৫ তারিখে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপদেষ্টা ডাঃ বিধান রঞ্জন রায় পোদ্দার নাটোরের গুরুদাসপুরের খুবজীপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়-এ 'সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ফিডিং কর্মসূচি'র উদ্বোধন করেন



জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি কর্তৃক আয়োজিত গত ২৩ নভেম্বর ২০২৫ বাংলা পাইলটিং করার উদ্দেশ্যে পঠন দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ক সামগ্রী প্রণয়ন কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপদেষ্টা ডাঃ বিধান রঞ্জন রায় পোদ্দার



গত ২৫ নভেম্বর ২০২৫ তারিখে জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি কর্তৃক পরিচালিত ৭টি গবেষণার উপস্থাপনার কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক ডাঃ বিধান রঞ্জন রায় পোদ্দার, মাননীয় উপদেষ্টা, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়



গত ২৯ নভেম্বর ২০২৫ তারিখে ভার্যাল সভার মাধ্যমে জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি কর্তৃক চাহিত মাঠপর্যায়ের গবেষণা প্রস্তাবসমূহ (১৩০+) ব্লাইন্ড রিভিউ-এর মাধ্যমে ১০টি গবেষণা প্রস্তাব নির্বাচন করা হয়



গত ২৬ নভেম্বর ২০২৫ তারিখে ডিপ্রোমা ইন এডুকেশন (ডিপিএড) প্রোগ্রামের তথ্যপুস্তক লিখন খসড়া চূড়ান্তকরণ বিষয়ক ৬দিনব্যাপী কর্মশালার উদ্বোধন করেন জনাব আবু তাহের মোঃ মাসুদ রানা, সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়



গত ১১ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখে বিটিপিটি প্রশিক্ষণ মডিউল পরিমার্জন বিষয়ক কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব আবু তাহের মোঃ মাসুদ রানা, সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়



গত ১৩ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখে ২মাসব্যাপী প্রাথমিক শিক্ষার মাঠপর্যায়ের ৯ম গ্রেডের কর্মকর্তাগণের বিনিয়াদি প্রশিক্ষণ (ফাউন্ডেশন) সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক ডাঃ বিধান রঞ্জন রায় পোদ্দার, মাননীয় উপদেষ্টা, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়



গত ১৮ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখে ডিপ্রোমা ইন প্রাইমারি এডুকেশন (ডিপিএড) প্রোগ্রাম পাইলটিং ১২ পিটিআই-এর কর্মকর্তাগণের জন্য অবহিতকরণ ৬দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব আবু তাহের মোঃ মাসুদ রানা, সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়



গত ৩০ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখে ডিপিএড পাইলটিং ব্যাচের ১২টি পিটিআই-এ ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়



উপদেষ্টা

অধ্যাপক ডাঃ বিধান রঞ্জন রায় পোন্দার
মাননীয় উপদেষ্টা, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

আবু তাহের মোঃ মাসুদ রানা
সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

আবু নূর মোঃ শামসুজ্জামান
মহাপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

তসলিমা আক্তার
মহাপরিচালক, বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ইউনিট

দেবব্রত চক্রবর্তী
মহাপরিচালক, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো

সুরাইয়া খান
পরিচালক, শিশু কল্যাণ ট্রাস্ট

সম্পাদকীয় পর্ষদ

ফরিদ আহমদ
মহাপরিচালক, জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি

দিলরুবা আহমেদ
পরিচালক, জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি

মোহাম্মদ আহসান ইবনে মাসুদ
উর্ধ্বতন বিশেষজ্ঞ, জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি

মীর মোঃ আরিফুর রহমান
বিশেষজ্ঞ, জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি

মাহবুবুর রহমান
সহকারী বিশেষজ্ঞ, জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি

আঁখি পাল রিয়া
সহকারী বিশেষজ্ঞ, জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি

প্রাথমিক শিক্ষা বার্তা

সম্পাদনা: ভাষা অনুবদ, জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি
প্রকাশক: জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ), ময়মনসিংহ
প্রকাশকাল: জানুয়ারি ২০২৬
সম্পাদকীয় যোগাযোগ: ফোন : ০২ ৯৯৬ ৬৬৬ ১৬৫

Primary Education Newsletter [Year-4, Issue-3, January 2026]

Edited by: Faculty of Language Education, NAPE
Published by: National Academy for Primary Education (NAPE), Mymensingh
Published Date: January 2026
E-mail: language.nape@gmail.com
Phone : 02 996 666 165

মুদ্রণ: ভিশন প্রিন্টিং প্রেস, ছোট বাজার, ময়মনসিংহ।
মোবাইল: ০১৭১২-৪৭৬৫৭৬, E-mail : mofazzalpress@gmail.com